কাবিং-এর গোড়ার কথা

(মুগলির গল্প অবলম্বনে)

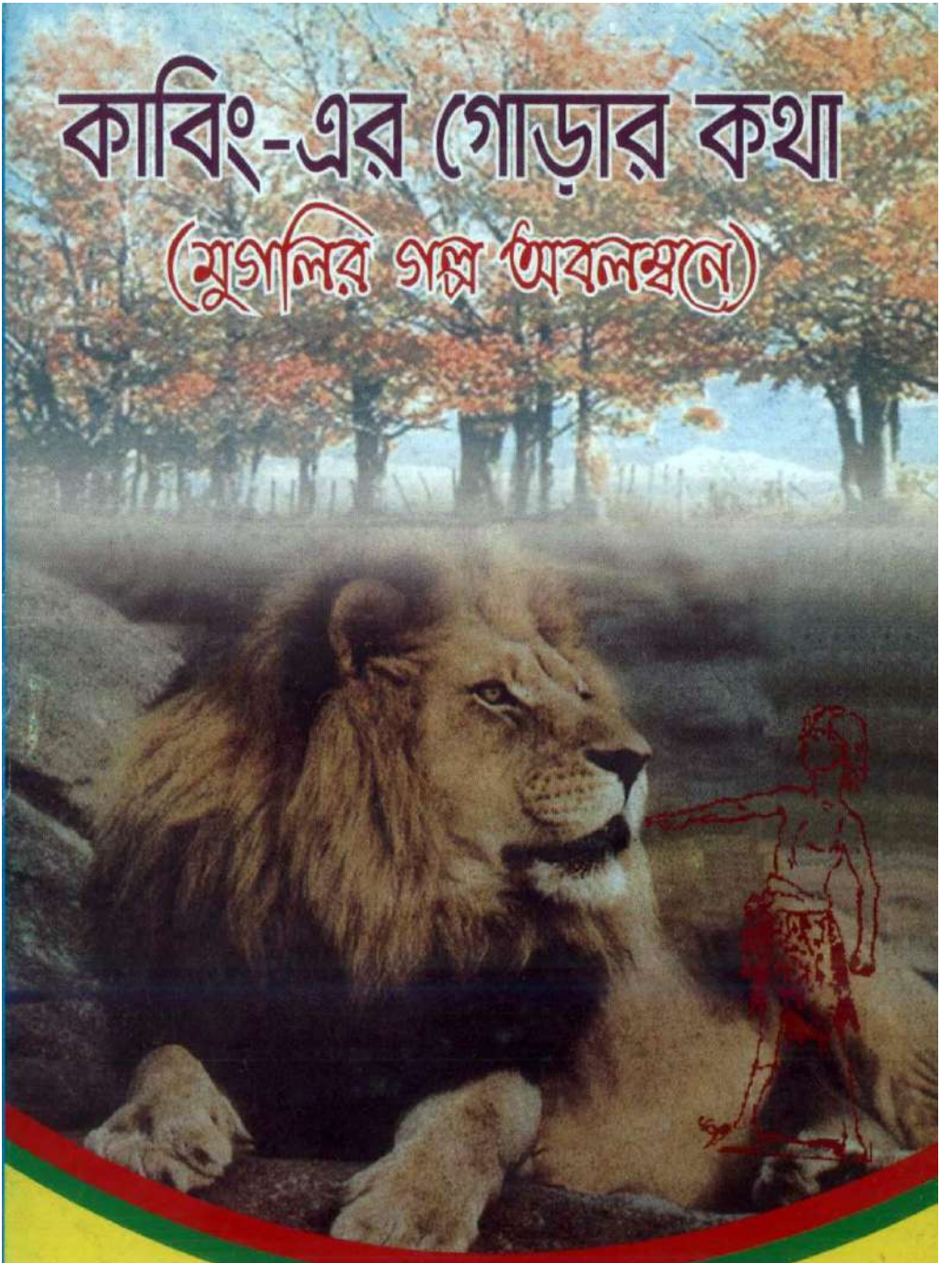

সরদার সেকেন্দার

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত

Scouts Library

কাবিং-এর গোড়ার কথা

(মুগলির গল্প অবলম্বনে)

সরদার সেকেন্দার

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক অনুমোদিত

কাবিং-এর গোড়ার কথা
সরদার সেকেন্দার

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অমর একুশে বইমেলা, ২০১৪ইং
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০০৫ইং

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
শাহরিয়ার সাবীর
অতসী প্রকাশন
মৌচাক মার্কেট, গাজীপুর
০১৭১২-৬২৭৫৩০/০১৬৮১-৩৯৩৭৮৯
e-mail-sardarsekender@yahoo.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সরদার সেকেন্দার

প্রচ্ছদ
শাহরিয়ার সাবীর

মুদ্রণ
অতসী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স
সুফিয়া মার্কেট, মৌচাক, গাজীপুর

মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক
দি স্কাই পাবলিশার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৭১১১৯৭৯

ভূমিকা

স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাবিং-এর পটভূমি হিসেবে রুডিয়াড কিপলিং-এর 'দি জঙ্গল বুক' কে অবলম্বন করে মুগলির গল্পকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই 'দি জঙ্গল বুক' অবলম্বনে মুগলির গল্পের উপর ভিত্তি করে কাবিং এর প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে। দেশে দেশে শিশুদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাব প্রোগ্রামের ভিন্নতা থাকলেও এর মূলভিত্তি হচ্ছে 'মুগলির গল্প'। 'দি জঙ্গল বুকের' লেখক বন-জঙ্গলে যেসকল বন্য পশু-পাখি রয়েছে মুগলি মানব সন্তান হয়েও তাদের কাছেই শিক্ষা লাভ করেছিল। সেই শিক্ষাতে যেমন বন্য পশুদের সংগে বসবাস করার নিয়ম ছিল, তেমনি ছিল কি করে হিংস্র প্রাণীদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় সেই শিক্ষা। আর সেই শিক্ষার মূল শিক্ষা গ্রহণ করলে বন্য পশুদের ভাষা বুঝা যায়, শত বিপদেও নিজেকে রক্ষা করা যায়। আত্মরক্ষার মহাকৌশল স্কাউটিং-এ যাকে আমরা ভিত্তি বলে জানি, তা হলো 'প্রতিজ্ঞা ও আইন'। এই প্রতিজ্ঞাই হলো, 'গুরুমন্ত্র'। এই প্রতিজ্ঞাকে যদি শিশুদের মাঝে কাবিং-এর মাধ্যমে আত্মস্থ করানো যায় তবে তাদের মানব জীবন হবে সার্থক। শত বিপদেও মুগলির মত আত্মরক্ষা করতে পারবে। নিজেকে চিনতে পারবে, জানতে পারবে। 'দি জঙ্গল বুক' অবলম্বনে মুগলির গল্পের মাধ্যমে পশুদের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে কাব শিশুদের শিক্ষা দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে ছিলেন ব্যাডেন পাওয়েল।

আমরা জানি গল্পকার ঈশপ-এর কথা। এই সেই গল্পকার ঈশপ (Aesops)-এই মহান ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদিও বেশি কিছু জানার উপায় ছিল না। তাঁর জীবনচরিতের প্রায় সবটাই হারিয়ে গেছে এক বিস্তৃতির অতলতলে। শোনা যায়, তিনি নাকি সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল অনুমান করা হয় খিষ্টপূর্ব ৬২০ থেকে ৫৬০ অব্দ পর্যন্ত।

এক ধনী লোকের নগদ পয়সায় কেনা গোলাম ছিলেন তিনি। দেখতেও ছিলেন কুৎসিত এবং কৃষ্ণকায়। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর গুণ ছিল।

বানিয়ে বানিয়ে মজার গল্প বলায় ছিলেন তিনি পটু। যখন তখন অবলীলাক্রমে গল্প বলতে পারতেন তিনি। লোকেরা তাঁর গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, এই যে তাঁর গল্পে/চরিত্রের অধিকাংশই ছিল ইতর প্রাণীদের। বন-জঙ্গলের সিংহ বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, কুকুর, শিয়াল, সাপ, পাখি-এরাই ছিল তাঁর গল্পের চরিত্র।

তাঁর গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো-গল্পের শেষে থাকত সুন্দর একটি উপদেশবাণী। একটি চমৎকার আদর্শের কথা। আসলে গল্পকার-এই আদর্শের কথাটাকে শোনানোর জন্যই ওটাকে গল্পের আবরণে সুন্দর করে পরিবেশন করতেন। এখানে ছিল তাঁর বিশেষত্ব।

সুন্দর সুন্দর গল্পের জন্যই হয়তো সকলে এই কুৎসিত কেনা গোলামকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। ধীরে ধীরে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকল দেশময়। দেশশুদ্ধ লোক ছুটে আসত ক্রীতদাস ঈশপের গল্প শোনার জন্য।

অনেকের ধারণা আধুনিক যুগে শিশুদের শিক্ষার জন্য পশু-পাখি নিয়ে 'মুগলির গল্প' অবলম্বনে কাবিং প্রোগ্রাম কতটুকু বাস্তবসম্মত তা বিবেচ্য বিষয়। আসলে এক এক প্রকার পশুর একই ধরনের চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ সব চরিত্রের খারাপ দিক শিশুদের সামনে তুলে ধরলে তারা এ ধরনের চরিত্রের ছেলেদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। নেকড়ের মতো ভাল চরিত্রের পশুদের কাছ থেকে শিশুরা কিভাবে পরিশ্রমী হতে হয়, কিভাবে কঠিন কাজ দলবদ্ধভাবে অল্প সময়ে শেষ করে সাফল্য অর্জন করা যায় তা জানতে পারে।

আমরা যদি লক্ষ্য করি, দেখব কার্টুন ছবি শিশুদের খুবই প্রিয়। আর এ ছবিতে বন্যপশু-পাখিদেরই বেশি ভূমিকা রয়েছে। তাই 'মুগলির গল্প' অবলম্বনে কাবিং-এর ভিত্তি ব্যাডেন পাওয়েল যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন বলে মনে করি।

–সরদার সেকেন্দার

Scouts Library

পটভূমি

কাব বন্ধরা-পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পকার ঈশপের গল্প দিয়ে শুরু করা যাক এই মুগলির গল্পের পটভূমি। এক পুকুরে ছিল অনেকগুলো ব্যাঙ। কিন্তু তাদের কোনো রাজা ছিল না। রাজা বা নেতা ছাড়া কি রাজ্য চলে। তাই তারা খুব আফসোস করত। একদিন সবাই মিলে হাজির হলো স্বর্গের রাজা ডিউসের কাছে।

"হে স্বর্গরাজ, আমরা রাজাহীন রাজ্যে খুব দুঃখে আছি। আমাদের একজন রাজা দিন।" দেবরাজ ডিউস ওদের অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং একটি মরা গাছের খণ্ডকে পুকুরের ব্যাঙদের রাজা করে পাঠালেন।

এতদিন পরে রাজা পেয়ে ব্যাঙরা খুব খুশি। তারা রাজার শাসন মান্য করে সবাই গিয়ে লুকিয়ে পড়ল জলের তলা।

কিন্তু দুদিন পরই তারা দেখল- এ কেমন রাজা তাদের, যে নড়েও না, চড়েও না। তাদেরকে কিছু বলেও না, শাসনও করে না। তাই কেউ সাহস করে এসে তাকে ঠোকর মারে। কেউ বসে তার মাথায়, লাফায়, রাজা তাতেও কিছু বলে না। অবশেষে তারা বুঝল, এই রাজার কিছু বলার বা করার ক্ষমতা নেই। তাই এই অকর্ম রাজা দিয়ে তাদের চলবে না।

তারা আবার গেল ডিউসের কাছে, "হে স্বর্গরাজ, আমরা অমন অকর্মা রাজা চাই না। একজন চলমান রাজা চাই, যে আমাদের শাসন করতে পারে এমন রাজা চাই।

ডিউস তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিলেন এবং একটি বাইম মাছকে রাজা করে পুকুরে ব্যাঙের কাছে পাঠালেন।

বাইমমাছদের তো চঞ্চল স্বভাব। সারাক্ষণ পুকুরময় শুধু ছুটে বেড়ায়। এতে ব্যাঙরা পড়ল ভারী বিপদে। তারা রাজার ভয়ে সর্বক্ষণ অস্থির থাকে। যদিও রাজা তাদের কিছু বলে না, কিন্তু আরামে থাকতে দেয় না একটুও।

এতো ভারী মুশকিল হলো। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে আবার গিয়ে ধরল ডিউসকে-"হে স্বর্গরাজ, এই নতুন রাজার জ্বালায় আমরা খুব অস্থির। শুধু ছুটে বেড়ায় পুকুরময়। আমাদের একটু আরামে থাকতে দেয় না।

আমাদের আবার রাজা বদল করে দিন। ভাল রাজা দিন। একবার, দু'বার তারপর তিনবারের পর স্বর্গরাজ কিন্তু ব্যাঙের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাবলেন এবার তাদে শিক্ষা দিতে হবে। এই না ভেবে তিনি ব্যাঙদের রাজা করে পাঠালেন এক সারস পাখিকে।

নতুন রাজা সারস পাখি এসে দেখল তার প্রজা ব্যাঙগুলো ভারী নাদুস-নুদুস। আর তার পেটেও দারুণ ক্ষুধা। তাই সে সকাল থেকেই ব্যাঙগুলোকে ধরে গপাগপ গিলতে লাগল। আসলে এটা ছিল ডিউসের চালাকি। যাতে সারস সবগুলো ব্যাঙ শেষ করে ফেলে, যাতে ওরা আর কেউ বার বার রাজা বদলাবার জন্য এসে তাকে বিরক্ত করতে না পারে।

বন্ধুরা এ থেকে তোমরা কি শিখতে পারলে। বলতে পার, ব্যাঙেরা বেশি ভাল করতে গিয়ে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনল।

গল্পকার ঈশপের গল্পই পশু-পাখিদের নিয়ে নয়, অনেক লেখকই শিশুদের জন্য পশু-পাখিদের নিয়ে গল্প বানিয়েছেন, যা শুনতে শিশুরা আগ্রহবোধ করে এবং গল্পের উপদেশগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। শিশুদের জীবন গড়ে তুলতে গল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, আর তা যদি হয় বন্য প্রাণীদের নিয়ে তা হলেতো কথাই নেই।

টিভিতে কার্টুন ছবি শিশুদের খুবই জনপ্রিয় ও আনন্দদায়ক প্রোগ্রাম। কার্টুন ছবিতে বন্য জীব-জন্তুর একটা ভূমিকা থাকেই। যার জন্য শিশুরা কার্টুন ছবি খুবই পছন্দ করে এবং আগ্রহ করে দেখে।

তাই 'দি জঙ্গল বুক' অবলম্বনে কাবিং প্রোগ্রাম বিশেষ করে 'মুগলির গল্প' কাবিং-এ পটভূমি খুবই গুরুত্ব বহন করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কাবে প্রোগ্রাম পরিবর্তন হতে পারে এবং দেশে দেশে তা হচ্ছে। কিন্তু বি-পি প্রবর্তিত মুগলির গল্পকে কাবিং-এর মূলভিত্তি করে প্রোগ্রাম প্রণয়ন করলে শিশুদের জন্য তা হবে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক। বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান ট্রেনার হ্যান্ড বুকে মুগলির গল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে। 'কাবিং-এর গোড়ার কথা' বই খানায় দি জঙ্গল বুকের নেকড়েদের সম্পর্কে সেই পুরনো ধারণাকে বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের আধুনিক ধারণার সংগে একটি সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

কাবিং-এর অতীতের কথা বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় Rudyard Kipling এর 'The jungle Book' এর কথা, তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। 'দি জঙ্গল বুকে' রুডিয়ার্ড কিপলিং জঙ্গলের বিভিন্ন জীবজন্তুর বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে নেকড়ে বাঘের বর্ণনাও আছে। এই নেকড়ে বাঘের বাচ্চা নেকড়েকেই 'কাব' বলা হয়। নেকড়ে বাঘের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, হিংস্র প্রাণী হিসেবে নেকড়ের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই প্রাণীটি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর। নেকড়েরা দল বেঁধে জীবন যাপন করে। দলের একজন পুরুষ নেকড়ে থাকে নেতৃত্বের দায়িত্বে এবং তার অবস্থান টিকিয়ে রাখতে বাকিরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। প্রয়োজন হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য নেকড়ে দলের উপর।

নেকড়ের আচরণ নিয়ে কয়েক দশক গবেষণা করেছেন এমন একজন জীববিজ্ঞানী বলেছেন, 'নেকড়ে মূলত নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়েই দল গঠন করে। এই দলে বাইরের কেউ প্রবেশ করতে পারে না।' তাই নেকড়ে দল সবসময় থাকছে সেই পরিবারে বাবা কিংবা মায়ের হাতে। বেশীর ভাগ জীববিজ্ঞানী মনে করেন-নেকড়ের সামাজিক আচরণ, বন্দী ও গৃহপালিত প্রাণীদের সামাজিক আচরণের মতই হয়ে থাকে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন-তার স্পর্শকাতর বেড়িও, ট্রেকিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্য নেকড়ের আচরণের ভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন। তাই এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন মনে করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারে গবেষণার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের বেশ কিছু নেকড়ে ধরে এনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রে রাখার পর দেখা যায়, তারা সেখানে নিজেদের মধ্যে ভীষণ লড়াই করে যে জেতে সেই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারপর তারা আবার দলবদ্ধ জীবন যাপন শুরু করে। কিন্তু অরণ্যে এ ঘটনা বিরল। সেখানে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। নেকড়ে

বাবা-মা ও সন্তানদের নিয়েই কেবল দল গড়ে ওঠে। বাইরের কারও দলভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। জীববিজ্ঞানীরা বলেছেন, এভাবে পারিবারিক দলের মধ্য থেকেই বাচ্চা নেকড়েরা শিকার ধরার কৌশল এবং ডাক দেয়ার পদ্ধতি রপ্ত করে। যখন বাচ্চা নেকড়ে বড় হয় এবং নিজে একাই বেঁচে থাকার সামর্থ অর্জন করে। তখন সে দল থেকে চলে গিয়ে অন্য কারো সঙ্গে জুটি বেঁধে নতুন দল গঠন করে। এভাবেই চলতে থাকে নেকড়েদের দল গঠন এবং জীবন যাপন। কয়েক দশক ধরে জীববিজ্ঞানীদের গবেষণার লব্ধ ধারণা এখানে তুলে ধরা হল। আসলে নেকড়ে দল গঠন করে দলবদ্ধভাসে বাস করে। রুডিয়ার্ড কিপলিং তাঁর 'দি জঙ্গল বুক' বইতে নেকড়ের স্বভাব সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অন্য বন্য পশুদের স্বভাবের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেছেন।

এবার LORD BADEN POWELL তাঁর 'THE WOLF CUB BOOK' বইতে কি ধারণা দিয়ে গেছেন সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করছি - উলফ কাবের বাংলা মানে হচ্ছে 'বাচ্চা নেকড়ে বাঘ'।

আমরা জানি, আমেরিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের 'রেড ইণ্ডিয়ান, বলা হয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যারা শৌর্য-বীর্য, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সমাজের নেতা নির্বাচিত হত, তাদেরকে 'নেকড়ে বাঘ' উপাধি দেয়া হত।

আমেরিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসী কোন এক সময় ইউরোপবাসীরা পরাস্ত করে তাদের দেশ অধিকার করে নেয়। ফলে রেড ইণ্ডিয়ানরা দেশ ছেড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে বিশেষত বন্য অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে এদের বংশধরদের দেখা যায়। রেড ইণ্ডিয়ানরা খুব সাহসী ও তেজস্বী। এ জাতির দুর্দমনীয় সাহসী মনোবল ও বীরত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসের পাতায় অনেক গল্প লেখা আছে।

প্রাচীন কালে এ জাতির লোকদের মধ্যে একটা প্রচলিত নিয়ম ছিল। পরিণত বয়সে নিজস্ব বুদ্ধি ও শৌর্য-বীর্যের পরীক্ষা দিতে হত। যদি কেউ এ পরীক্ষায় সক্ষম ও উপযুক্ত বলে গণ্য হতে না পারত তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হত। দুর্বল ও অক্ষম বলে সবাই তাকে ঘৃণা করত।

শৌর্য বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েই সেকালে সমাজের নেতা নির্বাচিত হত। তাই সর্বদাই এদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি চলত।

যারা সব বিষয়ে পারদর্শী বলে গণ্য হত, তাদেরকে 'নেকড়ে বাঘ' উপাধি দেয়া হত। এ ছিল তাদের সম্মানসূচক উপাধি। আমাদের দেশেও বুদ্ধিমান চালাক-চতুর লোকদের অনেক সময় কৌতুক করে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' 'শেয়াল পণ্ডিত' ইত্যাদি বলা হয়। আবার ফজলুল হক সাহেবকে 'শেরে বাংলা' উপাধি দেয়া হয়েছে। পারস্য দেশেও তেমনি চতুর লোকদের 'গুরগে বারা দিদা' (নেকড়ে বাঘ) বলা হয়।

রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যারা নেকড়ে বাঘ উপাধি পেত তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের জন্য বাদামী, ধূসর, লাল, কাল, হলদে, সবুজ এসব নামে ডাকা হত। প্রাচীন সভ্য যুগের এ ধরনের নামকরণ পদ্ধতি অবলম্বনেই বি পি কাবদের নামকরণ রং-এর নামে করে গেছেন। বর্তমান যুগেও তার ধারাবাহিকতা বহমান রয়েছে। তাই কাবদের ষষ্ঠকের নাম হয় লাল ষষ্ঠক, সবুজ ষষ্ঠক, হলুদ ষষ্ঠক, নীল ষষ্ঠক ইত্যাদি।

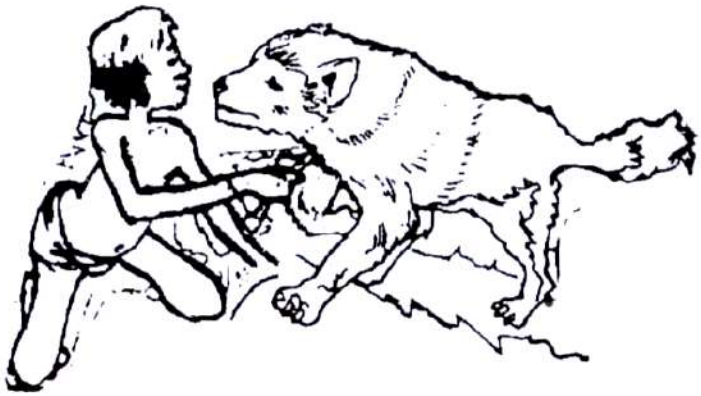

দ্বিতীয় অধ্যায়

জুলু বালকের স্কাউট হবার পরীক্ষার গল্প

কাব বন্ধুরা, প্রথম অধ্যায়ে তোমাদের বলেছি উলফ কাব সম্পর্কে। আরো বলা হয়েছে, কাব স্কাউট ষষ্ঠকের নাম কেন রং-এর নামে দেয়া হয়। মজা না! তোমরা কি সেই রেড ইন্ডিয়ানদের মত শৌর্য-বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কাব স্কাউট হতে পারবে? নিশ্চই পারবে। তাহলে এবার তোমাদের জুলুদের কথা বলব- জুলু বালকদের স্কাউট উপাধি পেতে হলে কি কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো। বিষয়টি আমার এ গল্প থেকে বুঝতে পারবে। গল্পটি পাঠ করলে তোমরা অবাক হবে। এবার বলছি গল্পটি। সেকালে জুলু বালকদের স্কাউট হবার জন্য কি কঠিন পরীক্ষাই না দিতে হতো। সে পরীক্ষা যে কেবল কঠিন ছিল তান নয়, বরং অনেক সময় তাতে খুব বিপদ হতো, অবশ্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারলে কোনই বিপদ হতো না।

জুলু বালক পরিণত বয়স হলে স্কাউট হবার জন্য তাকে সহায় সম্বলহীনভাবে একটি জীবনমরণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হতো। এ সময় তাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে বনে জীবন যাপন করতে হতো।

তাদের জামা কাপড় খুলে নেয়া হতো এবং সারা শরীরে সাদা এক রকম আঠালো রং মাখিয়ে দেয়া হতো। যে কোন রকম জামাকাপড় বা প্রস্তুতকৃত খাদ্য তাদের সঙ্গে দেয়া নিষেধ ছিল। আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ঢাল এবং জন্তু জানোয়ার বা অন্য যে কোন শত্রুর সাথে লড়াইয়ের জন্য একটি বর্শা সাথে দেয়া হতো। এরপর তাদের কোন গভীর বন অঞ্চলে রেখে আসা হতো। নিয়ম ছিল, যতদিন তাদের গায়ে এ রং থাকবে ততদিন কে কেউ তাকে দেখলে-এমনকি তার আপনজন দেখলেই তাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তাদের গায়ের সাদা রং এমন আঠালো ছিল যে তা ধুয়ে মুছে ফেলার সাধ্য কারো ছিল না। সে রং সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ঝড়ে পড়তে এক মাসের বেশি সময় লাগত। সুতরাং এক মাস বা তারও অধিক সময় সে বালককে লোক চক্ষুর আড়ালে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সকল বিপদ হতে নিজেকে রক্ষা করতে হতো।

নিজের খাবার ও পরিধানের প্রয়োজনে তাকে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে হরিণের পিছু নিতে হতো। হরিণ বর্শার নাগালের মধ্যে পাওয়া এবং তা শিকার খুব সহজ কথা নয়। সেজন্য নিঃশব্দে, অতি সাবধানে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হতো, যাতে হরিণ তাকে দেখতে না পায়। হরিণ নাগালের মধ্যে এলেই বর্শা দিয়ে শিকার করতে হতো। তারপর রান্না করার আগুন কোথায়? কাঁচা তো আর খাওয়া যাবে না। বনে জঙ্গলে আগুন পাবে কোথায়। তখন জুলু বালক আগুন জ্বালানোর কৌশল খুঁজতে থাকে। কেমন করে জুলু বালক আগুন জ্বালাতো জান? দু'খণ্ড শুননো কাঠ বা পাথর দিয়ে আগুন জ্বালাতে হতো খুব সাবধানে, যাতে আগুনের শিখা বা ধোঁয়া প্রকট না হয়। কেননা, এ রকম ধোঁয়া বা আগুনের শিখা দেখতে পেলে তার খোঁজে শত্রুরা সহজেই তাকে ঘায়েল করার সুযোগ পাবে।

শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রায়ই তাকে অনেক দূরে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হতো। চটপচ করে বিরাট বড় গাছের ডালে আরোহণ করতে হতো, কখনও সাঁতরিয়ে বড় বড় নদী পার হতে হতো। অনেক সময় তাকে সেই বর্শার দ্বারাই সিংহ ও বাঘ-এর মতো বলবান হিংস্র জন্তুর সাথে লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে হতো। তার জীবন বাঁচানোর জন্য সব রকম গাছের পাতা, ফলমূল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হত।

এগুলোর মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি ক্ষতিকর সব তাকে বাস্তবে জানতে হতো। বন্য জন্তু ও লোকচক্ষুর আড়ালে কোন নির্জন জায়গায় বাস করার জন্য উপযুক্ত ঘর তাকে লতাপাতার সাহায্যেই তৈরি করতে হতো।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে তাকে খুব সাবধানে পথ চলতে হতো, যাতে তার পায়ের চিহ্ন দেখে কেউ তাকে অনুসরণ করতে না পারে। ঘুমাবার সময় তাকে খুব সাবধানে মুখ বন্ধ করে ঘুমাতে হতো, কারণ ঘুমাবার সময় মুখ খোলা থাকলে 'নাক ডাকার' আশঙ্কা আছে। নাক ডাকার শব্দ পেলে শব্দ শ্রবণ করে শত্রু সহজেই তাকে খুঁজে বের করতে পারত। এভাবে পরিপূর্ণ এক মাস বা তার বেশি সময়-কখনও দারুণ গরম, কখনও বর্ষা আবার কখনও শীতের মধ্যেই তাকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতে হতো।

তারপর কোন এক সময় শরীরের সাদা রং ঝরে পড়লে তাদের বনবাস জীন শেষ হতো। জঙ্গলের ভয়াবহ জীবনের অবসান হতো। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বীরদর্পে নিজ গ্রামে প্রবেশ করত সে। নিজ পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতো। সেদিন দলের সকলে মিলে বিরাট ভোজের আয়োজন করত। তাদের খুব আদর যত্নসহকারে গ্রহণ করত। তখন থেকে তাকে বীর বলে স্বীকার করত এবং সকলের নিকট সে সম্মান পেত। এভাবে সমাজে প্রমাণ করত যে যাবতীয় দায়িত্ব নিতে সক্ষম ও প্রস্তুত সে।

শুধু যে জুলুদের মধ্যেই এ ধরনের পরীক্ষা হতো বীর হবার জন্য তা নয়। এক সময় দক্ষিণ আমেরিকায়ও এ ধরনের পরীক্ষার প্রচলন ছিল যাগান জাতির মধ্যে। পাতাগোনিয়া অঞ্চলের দারুণ শীতে ও বৃষ্টিতে সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তারা পুরোপুরি মানুষ হিসেবে মর্যাদা সম্পন্ন হয়। পরীক্ষাটি হলঃ বালক পরীক্ষার্থী নিজের হাতের একটা বর্শা তার উরুদেশে গভীরভাবে বিদ্ধ করবে এবং তীব্র যন্ত্রনা সত্ত্বেও হাসি মুখে থাকবে।

পরীক্ষাটি নির্মম ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে বোঝা যায় এসবে অসভ্য জাতির লোকেরাও ভীতু ও উদ্যমহীন দর্শকের মতো চুপ করে না থেকে বালকদের প্রকৃত পৌরুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছিল ।

আদিকালের বৃটিশ বালকেরাও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার আগে অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করত।

কাব স্কাউটরাও স্কাউটিং শিক্ষার কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের পরে প্রকৃত স্কাউট হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তখন তার পক্ষে দায়িত্বভার বহন করা মোটেই কষ্টকর হবে না।

তোমাদের আর একটি গল্প বলি ঃ তোমরা কানাডা দেশের নাম শুনেছ। কানাডার এক অতিবৃদ্ধ-নাম তা বিল হেমিল্টন। তিনি ছিলেন স্কাউট ও চতুর শিকারী। 'সমভূমিতে আমার ষাট বছর' নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। আদি পাইওনিয়ারদের দুঃসাহসিক জীবন যে কত বিপদসংকুল সে বইতে বর্ণনা করা হয়েছে। হেমিল্টন লিখেছেনন, "অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আমরা কেন এরূপ বিপদের সম্মুখীন হই। তাদের এ কথাই বলি যে, স্বাউটদের এ মুক্ত জীবনের একটা আকর্ষণ আছে। একবার যে এ মায়াজালে নিজেকে আটকে নিতে পেরেছে তার পক্ষে এ মায়াজাল ছিন্ন করা সহজ নয়।"

তিনি বলেন, "এমন লোকই আমি চাই, যে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়েছে। সে লোক নিশ্চয়ই সত্যপ্রিয়, স্বাধীনচেতনা ও আত্মনির্ভরশীল হবে। তাদের স্বভাব হবে উদার। তারা হবে বন্ধুবৎসল এবং দেশের পতাকার প্রতি সশ্রদ্ধ ও অনুগত।"

স্বাউটের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল বলেন, এই বৃদ্ধের মতামতকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা যাদের বলি আদিম ও অসভ্য-যারা সুদূর সীমান্ত প্রদেশে বাস করে, তারাই সবচেয়ে সদাশয় ও গৌরবোচিত জাতি। বিশেষ করে দুর্বলদের প্রতি তাদের মর্যাদা ও সহানুভূতির স্বাক্ষর রেখেছে তারা।

কাব স্কাউট বন্ধুরা, ওপরের গল্প থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? স্বাউট হতে হলে অর্থাৎ মানুষকে খাটি মানুষ হতে হলে তাকে প্রকৃতিকে ভালবাসতে হবে। প্রকৃতির মাঝেই নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। জীবনকে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেকে বীর হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেইতো সত্যিকার মানুষ হওয়ার সার্থকতা অর্জন করতে পারবো।

এ প্রসঙ্গে তোমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার কিছু কথা বলি ঃ তোমরা তো স্বাধীনতার সেই মুক্তিযুদ্ধ দেখ নাই। স্বাধীনতা এমনি আসেনি। ত্রিশ লক্ষ মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে। এসব

মানুষ শুধু যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তা কিন্তু নয়? এর মধ্যে অনেকেই মারা গেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ভয়াবহ সংগ্রামে জীবনকে বাঁচানোর জন্য যে শক্তি সামর্থের দরকার ছিল, তার অভাবে। এ সময় নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে গ্রামে, এমনকি বনে জঙ্গলে, অনাহার, অর্ধাহার জীবন কাটাতে হতো। জুলু বালকের মতো যদি ছোটবেলায় জীবন গঠনের শিক্ষা তারা পেত, তা হলে বনে-জঙ্গলে অনাহার-অর্ধাহারে অনেককে অকালে জীবন দিতে হতো না। তাই তোমরা স্কাউটিং-এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে জীবনকে যদি গড়ে তুলতে পার তবেই যে কোন বিপদে নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। জীবন সুখে অতিবাহিত করতে পারবে। কি বন্ধুরা, পারবে না? অবশ্যই পারবে। পরবর্তী অধ্যায়ে তোমাদের বর্ণনা করব মুগলির গল্প। তোমরা এ গল্প পড়লে কাবিং-এর ইতিহাস জানতে পারবে।

Scouts Library

তৃতীয় অধ্যায়

কাব স্কাউট বন্ধুগণ তোমাদের জানতে ইচ্ছা হয় উলফ কাব নামের তাৎপর্য কি- কেনই বা ব্যাডেন পাওয়েল কাবিং প্রোগ্রামে উলফ (নেকড়ে বাঘ) এর আচার-আচরণ সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে কাবদের উলফ কাব নাম ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই জানার আগ্রহ জাগে। তবে শোন এবার এ সম্পর্কে তোমাদের বলছি। আসলে 'The Jungle Book' বইতে শুধু উলফ না অনেক প্রাণীর আচরণ তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা জানি সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, গাছপালা, পশু, পাখি ইত্যাদি। আমরা এও জানি আদিম মানুষ গুহায় বাস করত। বন্যপ্রাণী শিকার করে তাদের আহারের যোগাড় হতো। পশুদের মধ্যে অনেক প্রাণী গুহায় বাস করতে শুরু করে। পশুপাখিদের মধ্যে অনেকেই বাসা বেঁধে বাস করত বনে-জঙ্গলে। আদিম মানুষ হয়তোবা তাদের নিকট থেকে বাসা বাঁধার কৌশল শিখে নিয়েছিল। তোমরা ছোট্ট বাবুই পাখি ও চড়ুই পাখি দেখেছ। বাবুই কি সুন্দর করে তালগাছে বাসা তৈরি করে। এমন নিপুণ কারিগর মানুষের মধ্যে ক'জন আছে বলতো! আমরা হয়তো অনেকেই একাজটি নিপুণভাবে করতে পারব না। কাব বন্ধুরা, আদিম মানুষ পশুদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিল। হয়তো বা আধুনিক যুগে আমরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় তা কল্পনা করতে পারছি না। এই আধুনিক যুগেও যখন দেখি পিপীলিকা দল বেঁধে শীতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে-এ থেকেই মানুষ সঞ্চয়ের শিক্ষা পেয়েছে।

আমি এই অধ্যায়ে তোমাদের মুগলির গল্প বর্ণনার পূর্বে মুগলি বনে যে সমস্ত পশুর সঙ্গে বড় হয়েছে, তাকে যাদের কাছে শিক্ষা নিতে হয়েছে, যেসব পশু তার জীবন রক্ষা করে বড় হবার সুযোগ করে দিয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে চাই। সেই সঙ্গে সেই সমস্ত পশু পাখির কি গুণাগুণ তাও তোমাদের জানাতে চাই। এই আধুনিক যুগেও তাদের চরিত্র থেকে তোমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। মানুষের মাঝেও পশুদের মতো খারাপ আচরণ আছে। তা তোমরা জানতে পারলে নিশ্চয়ই তা পরিহার করার প্রেরণা পাবে। এবার তাহলে প্রথমেই তোমাদের বলব

Wolf নেকড় বাঘ সম্পর্কে। Wolf বা নেকড়ের মধ্যে অনেক বিচিত্র গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাই Wolf Cub হতে হলে কাব স্কাউট হিসেবে তোমাদের মধ্যেও সেসব গুণ অর্জন করা দরকার। যেমন-

১. নেকড়েরা শুধু নিজের খাওয়া পরার চিন্তা করে না, বরং সবার জন্য দলবদ্ধভাবেই তা করে থাকে।

২. নেকড়ে কখনও স্বার্থপর নয়।

৩. নেকড়ে কখনও বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে না। সব সময় দলবদ্ধ হয়ে সুন্দরভাবে অথবা লাইনে চলাফেরা করে।

৪. নেকড়ে খুবই বিচক্ষণ, বহুদূরে কোন জিনিস থাকলে ঘ্রাণ ও পর্যবেক্ষণে তা অনুমান করতে পারে।

৫. এদের সংগঠন প্রণালী অতি চমৎকার, পরিবারকে নিয়ে দল গঠন করে।

৬. এরা সব সময় সুশৃঙ্খল। দল নেতার নির্দেশ মেনে চলে।

এবার তোমাদের বলব উলফ বা নেকড়েরা কিভাবে গুহায় নিজেদের আবাস তৈরি করে; যাকে আমরা 'ডেন' বলে থাকি। এই নেকড়ে বাঘের গুহায় তাদের থাকার আবাসস্থল দেখেই 'ডেন' নির্বাচন নামকরণ করেছিলেন ব্যাডেন পাওয়েল। নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছা করে এই বন্য প্রাণী কিভাবে গুহায় তাদের আবাস তৈরি করে বসবাস করে। তা হলে তোমরাও ডেন তৈরি করার অনুপ্রেরণা পাবে। সুন্দরভাবে ডেন তৈরি করে তোমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এবার তোমাদের তা হলে নেকড়েদের গুহায় তাদের আবাসের বর্ণনা দিচ্ছি।

Wolf Den (নেকড়ের গুহা)

নেকড়েরা যেখানে সেখানে তাদের বসবাসের জন্য গুহা তৈরি করে না। বনের মধ্যে যেখানে ঝোপঝাড় আছে, লোকালয় থেকে দূরে শুকনা উঁচু ঢিবি অথবা ছোট পাহাড়ের প্রায় উঁচু স্থানে যদি কোন গর্ত থাকে

সেখানেই তারা গুহা তৈরি করে। কিছু গর্ত থাকলে নিজেরা বাকি গর্ত খুঁড়ে নেয়। নেকড়ের গুহার প্রবেশ পথ থাকে খুবই সরু। শুধুমাত্র নেকড়ের শরীর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এর কারণ শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার কৌশল। ভেতরে থাকে বেশ প্রশস্ত গর্ত। গর্তের সঙ্গে আরো একটি ছোট গর্ত বা গুহা তৈরি করে সে গর্তে বাচ্চারা থাকে, গুহা তৈরি করার এ এক অভিনব কৌশল। ব্যাডেন পাওয়েল একবার বনের মধ্যে একটি নেকড়ের গুহা খুড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন ভেতরে পরিচ্ছন্ন বড় গর্ত, তার পরে এক খণ্ড পাথর, পরেই একটা ছোট গর্তে নেকড়ের বাচ্চা ঘুমাচ্ছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! পশুদের এই অভিনব ঘর তৈরির কৌশল দেখেই তিনি পরবর্তীতে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট কার্যক্রমের জন্য সে ঘরটি ব্যবহার করে তাকে (Den) বলে আখ্যায়িত করেন।

কাব বন্ধুরা, তোমরাও নেকড়ের মতো চেষ্টা করলে তোমাদের বিদ্যালয়ের পার্শ্বে কাবিং কার্যক্রম চালানোর জন্য নিজেরাই ডেন তৈরি করতে পার। এজন্য শুধু ডেন তৈরির কৌশল জানতে হবে। তোমরা ছোট্ট শিশু। তোমাদের কাজও হবে সহজ। তোমাদের বিদ্যালয়টির দেয়াল ঘেঁষে দু'টি ৮´ কি ১০´ ফুট বাঁশ নাও। আর ওয়ালে থেকে ১০´ কি ১২´ ফুট দূরে ৫´ কি ৬´ ফুটের দুটি বাঁশ পুত। এবার পুরাত বস্তা সেলাই করে অথবা মোটা পলিথিন দিয়ে চারটি বাঁশের কোণায় বেঁধে দাও। ছাদ তৈরি হলে দেখবে সুন্দর একটি বসার মতো ডেন তৈরি হয়ে গেছে। এবার চাদর বিছিয়ে রোদ-বৃষ্টির সময় সেখানে কার্যক্রম অথবা কাব প্যাকে আলোচনা করতে পারবে। কাব বন্ধুরা, এতে কি বেশি পরিশ্রম বা খরচের দরকার হয়। তারপর বড় হলে স্কাউট হয়ে বাঁশ ও খড় দিয়ে ঘর তৈরি করে ডেন তৈরি করতে পারবে।

নেকড়েরা দক্ষ শিকারী

নেকড়েরা খুবই দক্ষ শিকারী। শিকার ধরার কাজে সকল পশু তাদের কাছে হার মানে। তার কারণ হলো তারা সব সময় দল বেঁধে শিকার করে। একা শিকারে যায় না। বনের চঞ্চল হরিণ এমনকি বাঘের মতো পশুকে অতি সহজে কাবু করে শিকার করতে পারে। যখন নেকড়েরা কোন শিকার সামনে পায়, দলের সদস্যরা তাকে ঘিরে ফেলে। বাঘ, হরিণ, এমনকি বড় মহীষের সামনের দিকে তাড়া করে অন্য নেকড়ে পিছন থেকে

আক্রমণ করে। তখন আবার পিছনে ধাওয়া করে। এভাবে চলতে থাকে নেকড়ের আক্রমণ। কয়েক ঘণ্টা ধরে এভাবে আক্রমন চালিয়ে নেকড়ের দল বাঘের মতো শক্তিশালী পশুকেও কাবু করে ফেলতে পারে। এভাবে হরিণ, মহী ও অন্যান্য পশু শিকার করে। আর এই শিকারের মূল পরিকল্পনায় থাকে নেকড়ে দলের নেতা নেকড়ে। কাব বন্ধুরা, জানলে তো দলগতভাবে নেকড়ের দল কিভাবে বাঘের মতো হিংস্র ও ভয়ঙ্কর প্রাণী শিকার করে। তাই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন কাজ দলগতভাবে করলে তা যত কঠিন কাজ হোক না কেন সবাই মিলে সে কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। ষষ্ঠক সদস্যদের মধ্যেও চেতনা থাকতে হবে। যখন কোন কাজ ষষ্ঠককে করতে দেয়া হবে তখন ষষ্ঠকের সকল সদস্যকে সে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। নেতার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। নেতা নিজেও কাজে অংশ নিবে। তা হলে তোমরা ছোট শিশু হয়েও যে কোন কাজ মিলিতভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। এইভাবে তোমাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে। সকল কাজ সহজ মনে হবে। বড় হলে যখন স্কাউট সদস্য হবে তখন দেখবে যতবড় কঠিন কাজ তোমাদের সামনে আসবে তা সহজে সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে দলগতভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

কাব স্কাউট ইউনিট

(ক) সাধারণত দুই থেকে চারটি ষষ্ঠক (সিক্স) নিয়ে একটি কাব স্কাউট ইউনিট হবে। চারের অধিক ষষ্ঠক হলে একাধিক ইউনিট গঠন করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক ষষ্ঠক (সিক্স) একজন ষষ্ঠক নেতা, একজন সহকারী ষষ্ঠক নেতা ও চারজন কাব স্কাউট থাকবে।

(গ) ১. কাব দলে ভর্তির জন্য একজন বালক/বালিকার বয়স ছয় বছরের বেশি ও এগারো বছরের কম হতে হবে। দলে ভর্তি হওয়ার তিন মাসের মধ্যে মেম্বারশীপ কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের পর দীক্ষা গ্রহণান্তে সে কাব স্কাউট হিসেবে পরিগণিত হবে। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সে নবাগত (রিক্রুট) নামে পরিচিত হবে। দীক্ষা গ্রহণের পরই সে কাব

স্কাউট পোশাক, স্কার্ফ ও মেম্বারশীপ ব্যাজ পরিধান করতে এবং স্কাউট সালাম বিনিময় ও করমর্দন করতে পারবে।

২. একজন কাব স্কাউট প্রথম বছরে তারা ব্যাজ, দ্বিতীয় বছরে চাঁদ ব্যাজ এবং তৃতীয় বছরে চাঁদতারা ব্যাজ অর্জন করতে পারবে।

৩. উপরোক্ত ব্যাজ অর্জনের জন্য তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে।

৪. শাপরা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য একজন কাব স্কাউটকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে।

(ঘ) ষষ্ঠক নেতা ঃ ষষ্ঠকের (সিক্সার) কার্যক্রম পরিচালনায় সুষ্ঠু নেতৃত্ব দানের জন্য কাব স্কাউট লিডার প্রত্যেক ষষ্ঠক (সিক্স) থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞও চটপটে একজন কাব স্কাউটকে ষষ্ঠক নেতা (সিক্সার) নিয়োগ করবেন। ষষ্ঠক নেতা বিধান অনুসারে ষষ্ঠক নেতা ব্যাজ পরিধান করবেন।

(ঙ) সহকারী ষষ্ঠক নেতা ঃ ষষ্ঠক নেতার কার্যাবলী পরিচালনায় সহায়তাদান এবং তার অনুপস্থিতিতে ষষ্ঠকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তার সংগে আলোচনাক্রমে কাব স্কাউট লিডার ষষ্ঠকের অবশিষ্টদের মধ্য থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও চটপটে একজন কাব স্কাউটকে সহকারী ষষ্ঠক নেতা নিয়োগ করবেন।

(চ) ষষ্ঠক নেতা পরিষদ ঃ সংশ্লিষ্ট দলের কাব স্কাউট লিডার, সহকারী কাব স্কাউট লিডার, ষষ্ঠক নেতা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহকারী ষষ্ঠক নেতাদের নিয়ে ষষ্ঠক নেতা পরিষদ গঠিত হবে। অভ্যন্তরীন প্রশাসন এবং কাব স্কাউট কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্বদানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ষষ্ঠক নেতা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাব স্কাউট লিডার এই পরিষদের সভাপতি ও সহকারী কাব স্কাউট লিডার এর সম্পাদক থাকবেন।

(ছ) সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা ঃ কাব স্কাউট লিডার ও সহকারী কাব স্কাউট লিডারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান ও ষষ্ঠক নেতাদের সংগে কাব স্কাউট লিডারদের যোগসূত্র রক্ষার জন্য ষষ্ঠক নেতা পরিষদের সাথে

আলোচনাক্রমে কাব স্কাউট লিডার একজন সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা (সিনিয়র সিক্সার) মনোনীত করবেন।

Scouts Library

চতুর্থ অধ্যায়

তোমাদের প্রথম অধ্যায়ে বলেছি স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল "দি জঙ্গল বুক বই" থেকে কাবিং-এর ধারণা নিয়েছেন। এ বইতে মুগলির গল্পের বর্ণনা আছে। এখন তোমাদের সে গল্পের কথা বলব -

প্রাচীনকালের কথা বলছি। তখন ভারতের মধ্যে প্রদেশের 'সিওনি' নামক এক পর্বতের চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে অনেক জীবজন্তু বাস করত। সিংহ বাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক, খেক শিয়াল, সাপ, বানর, ছাড়াও আরো অনেকরকম পশু-পাখি বাস করত। এসব জীবজন্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব চরিত্রের কথা "দি জঙ্গল" বুকে উল্লেখ আছে। বনরাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ছিল। সব জীবজন্তুকে সে আইন শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো। এর ব্যতিক্রম হলে বিচারের ব্যবস্থা ছিল। এবার বলছি মুগলির গল্পঃ

সে জঙ্গলে বাস করত এক স্থবির বাঘ। জঙ্গলের প্রাণীরা তাকে "শের খাঁ" বলে জানত।

আসলে শের খাঁ নামের বাঘটি ছিল ভীরু স্বভাবের। তাই ফাঁকা জায়গায় কখনো মানুষের সামনাসামনি যেতে সাহস পেত না। সে সব সময় চুপি চুপি শিকারের অনুসন্ধান করত। কখনো রাতের আঁধারে ছাগলছানা কখনো কুকুরছানা শিকার করত। বড় ধরনের শিকার ধরার শক্তি তার ছিল না।

একদিন শের খাঁ শিকারের অনুসন্ধানে ঘুরতেছিল। যেতে যেতে বনের শেষ সীমানায় এক কিনারায় ঝোপের পাশে একটি কুঁড়েঘরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে মনে মনে বুদ্ধি আঁটতেছিল কিভাবে একটি ঘুমন্ত মানব শিশু বের করা যায়। ভাগ্যক্রমে যদি একটি মোটাসোটা শিশু পাওয়া যায় তা হলেতো আরো ভাল হয়। ঘুমন্ত মানুষের আশায় বনের ধারে ঘরের দিকে এগুতে লাগল। বনের ধারের সে কুঁড়ে ঘরে বাস করত এক কাঠুরিয়া। কাঠুরিয়া বনে কাঠ কেটে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। শীতের রাতে ঘরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের ব্যবস্থা করেছিল। শের খাঁ শিকার ধরার আশায় চুপি চুপি পা ফেলে কাঠুরিয়ার ঘরের দিকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছিল। এভাবে এগুতে ছিল যে, তার পা কোথায় পড়ে সে খেয়াল

তার ছিল না। তার লক্ষ্য শুধু ঘুমন্ত মানুষটার দিকে। ব্যাস, শের খাঁর পা পড়ল এক জ্বলন্ত আগুনের অংগারের উপর। আর যায় কোথা! পা পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গর্জন করে উঠল। বৃদ্ধ বাঘের হংকারে বন কেঁপে উঠল।

হঠাৎ বাঘের ভয়ংকর আওয়াজ শুনে কুটিরের লোকজন জেগে উঠল। ব্যস্তভাবে যে যেখান থেকে পারল ঘরের বাইরে বের হয়ে পড়ল। শের খাঁ শিকারের লোভ ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখান থেকে সরে পড়লো। ধরা পড়ার ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচাল। এদিকে জান বন্ধুরা, কাঠুরিয়ার ছোট ছেলে যার নাম 'নাথু' তারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখে বেশ গোলমাল। সে গোলমালে ভয় পেল। পাবে না কেন, এ ধরনের অবস্থা সে তো কখনো দেখেনি। সেও ভয়ে পালাবার চেষ্টা করল। সে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে সাবধানে পাশের ঝোঁপের দিকে পালাতে গেল। জান বন্ধুরা, ঝোঁপের মাঝে লুকিয়ে ছিল ইয়া বড় ধূসর রঙের মস্ত বড় নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে বাঘটি স্বগর্ভে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে ছিল। তার চোখ দুটো রাতের আঁধারে তারার মত জ্বলজ্বল করছে। জান তো নেকড়েরা খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান। কাঠুরিয়ার ছেলে নাথু নেকড়ে বাঘের সামনে পড়ে যাওয়ায় একটুও ভয় পেল না, বরং এক পলকে মিটিমিটি নেকড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। নেকড়েটা ছিল খুব কৌতূহলী, বিচক্ষণ আর দয়ালু। সে যখন দেখল ছোট শিশুটি তাকে ভয় পেল না তখন তার মনে এক কৌতূহলীর সৃষ্টি হল। শিশুটির প্রতি তার মায়া হলো। বন্ধুরা, তোমরা অনেক সময় দেখেছ তোমাদের বাড়ীর কুকুর-বিড়ালের বাচ্চা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাবার সময় কিভাবে নিয়ে যায়। সন্তর্পণে মুখ দিয়ে কামড়ে ঘরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। নাথুকেও ঠিক সেইভাবে নেকড়ে বাঘটি খুব সাবধানে মুখে করে তার গুহায় নিয়ে গেল। গুহাতো আর কাছে নয়। সেই বনের মধ্যে অনেক দূরে পাহাড়ের নীচে। শীতের রাত। বাইরে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি কুয়াশা। নেকড়ে বাঘ সার্চ লাইটেরমত চোখের তারা মেলে পথ চলতে থাকে। কিন্তু বন্ধুরা মানব শিশু নাথুর অবস্থা কি হতে পারে ভেবে দেখতো। নাথু পথে যেতে যেতে শীতে খুব ঠাণ্ডা বাতাসে কাবু হয়ে পড়েছে। পথ চলতে চলতে নেকড়ে বাঘ তার গুহার কাছে চলে এলো। এবার এক মজার ব্যাপার হলো, নেকড়ে বাঘের

গুহায় ঘুমিয়ে ছিল নেকড়ের কিছু বাচ্চা। তারা শীতে জড়াজড়ি করে ঘুমিয়েছিল। নেকড়ে বাঘ নিথুকে নিয়ে বাচ্চাদের মাঝে রাখল। বাচ্চাদের সংস্পর্শে নাথুর শরীর গরম হলো এবং নাথু আরাম বোধ করল। নেকড়ের বাচ্চারা তাদের সমবয়সী একজন সাথী পেল। নাথুও তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিল, যেন কত জনমের পরিচয় ছিল এদের। শিশুরা ফুলের মত পবিত্র মনে খেলা করতে লাগল। গুহার মধ্যে মা নেকড়ে নাথুর কাণ্ড দেখে হেসে হেসে একাকার। সে বাবা নেকড়েকে লক্ষ্য করে বলে - বেশ শিশুটি, দেখ না বাচ্চাদের সঙ্গে কেমন খেলায় মেতে উঠেছে। মা নেকড়ে মনে করল নাথুও তার একটি বাচ্চা। এভাবে শিশু নাথুর উপর নেকড়েদের মায়া জন্মে গেল। মমতা ও স্নেহভরা দৃষ্টিতে নাথুর দিকে তাকিয়ে রইল তারা। নেকড়ে বাঘ নাথুকে নিয়ে এসেছিল খাবার জন্য। বাচ্চাদের খাবার শিকার হিসেবে গুহায় নিয়ে এসেছে। এখন নাথুর কাণ্ড দেখে মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ল নেকড়েরা। আর খাওয়া হলো না। তাকে আদর করতে লাগল। আদর যত্ন সহকারে মানুষ করতে থাকে। কেমন মজার গল্প! নাথু তার মা বাবার কথা ইতোমধ্যে ভুলে গেছে। নাথু খেলার সাথী পেল। সে খেলছে; জড়াজড়ি করছে। কখনও বাচ্চাদের সঙ্গে হামাগুড়ি দিচ্ছে। নেকড়ের বাচ্চাদের লোমশ শরীর তার শীত নিবারণ করছে। অতীতের সব কিছু ভুলে সে নেকড়ে পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেছে। নাথুর পবিত্র মন কোন ভাবনাই হয় না যে সে মানুষ। নেকড়েরা তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। আর শিশুদের মনেতো এমন ভাবনা আসতেই পারে না - খেলার সাথী পেলে। নাথুরও হলো তাই। মনের আনন্দে খেলছে। মা নেকড়ের দুধ পান করল। আনন্দে গুহার ভেতর নেকড়েদের সদস্য হিসেবে বড় হতে লাগল সে।

তোমাদের আগে বলেছিলাম বনের মধ্যে অনেক জীবজন্তুর বাস। সেই বনে এক খেঁকশিয়াল ছিল। তার নাম ছিল তাবাকী। তোমরা খেঁকশিয়াল দেখছ। হয়তো চিড়িয়াখানায় দেখে থাকবে। 'খুব চঞ্চল' ধূর্ত স্বভাব। এই 'তাবাকী' একটি মিথ্যাবাদী ও চাটুকার খেঁকশিয়াল। খেঁক শিয়ালরা খুব নীচু প্রকৃতির জানোয়ার। এদের স্বভাব হলো সামনে কারো প্রংশসা করা অগোচরে তারই নিন্দা করা। তাই নিজেরা শিকার ধরার কষ্ট না করে অন্যের মুখপানে চেয়ে থাকে। হয়তো শের খাঁ হরিণ শিকার করে রক্ত

মাংস খেয়ে হাড়গোড় রেখে গেছে, এই উচ্ছিষ্ট বা শুকনো চামড়া চেটেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। সেই বনে অনেক সময় শের খাঁ শিকার ধরে ভোগ করার পর উদ্বৃত্ত যা থাকে, তা চেটে পুটে খায় তাবাকী। তাবাকীর স্বভাবই হলো লুকিয়ে লুকিয়ে অলসের মত পরচর্চা করা। নিজের তো কোন কাজ করার ইচ্ছা নেই, কোথায় কি ঘটে সে খবর বনের রাজা শের খাঁকে দেয়। এতে শের খাঁ খুশি হয়। আর শের খাঁ শিকার করতে পারলে তার উচ্ছিষ্ট খেয়ে তাবাকী ধন্য হয়।

যাক বন্ধুরা, এবার শোন শের খাঁর পলায়ন এবং 'নাথুর' নেকড়ের গুহার কথা নিয়ে আসার কথা। তাবাকী আগেই তা জানতে পেরেছিল। তাবাকী তো এ সবের খোঁজ রাখে। এবার সে দেখল মহা সুযোগ। তাই সে দৌঁড়ে গিয়ে শের খাঁর নিকট অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল-

"মহারাজ আপনার শিকার সে ছেলেটি কোথায় আছে জানেন? সে বাচ্চা ছেলেটা কোথায় আছে আমি তা বলে দিতে পারি। আপনাকে এ সংবাদ দিতেই এসেছি। আপনি যখন তাকে শিকার করবেন তখন তার দেহ থেকে ভাল দু'এক খণ্ড মাংস আমাকে দেবেন, কি বলেন মহারাজ? তাহলে এখন বলেই ফেলি। ঐ ওখানে পাহাড়ের তলায় নেকড়ে বাঘের একটা ছোট গুহা। ঐ গুহার ভেতর সেই ছেলেটা রয়েছ।"

Scouts Library

পঞ্চম অধ্যায়

কাব বন্ধুরা, তাবাকী চরিত্রের কিছুটা বর্ণনা তোমাদেরকে দিয়েছি। তাবাকী হলো একটি খারাপ চরিত্রের খেঁকশিয়াল। তাবাকীর কাজই হলো তোয়াজ করা। মুগলি সম্পর্কে শের খাঁকে এমনভাবে সে খেপিয়ে তুলল, শের খাঁ তাবাকীর কথা শুনে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল এবং সেই গুহার দিকে যাত্রা করল। নেকড়ের গুহার মুখ খুব ছোট থাকে, যাতে করে বাইরের কোন শত্রু বা হিংস্র প্রাণী গুহায় ঢুকে কোন ক্ষতি না করতে পারে। তাই শের খাঁর মত প্রকাণ্ড জানোয়ারের দেহ গুহার মধ্যে ঢুকানো সম্ভব নয়। শের খাঁ কেবল নিজের মাথাটাই গুহার মধ্যে প্রবেশ করাতে পারল। এদিকে নেকড়ের বাবা গুহার মধ্যে বসে হাসতে লাগল। সে যেন শের খাঁকে মোটেই কেয়ার করল না। আর করবেই বা কেন? শের খাঁ মোটা দেহ নিয়ে কখনও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ছেলেটিকে নিয়ে মা নেকড়ে বাচ্চাদের মাঝে রেখে আনন্দ করছে। ছেলেটি সমবয়সী নেকড়ে বাচ্চাদের পেয়ে খেলার সাথী ভেবে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে থাকল। নেকড়ে বাঘ গলা ঝাড়া দিয়ে তাকে সেখান থেকে মানে মানে সরে পড়তে বলল। এই বলে তাকে শাসিয়ে দিল যে, ক্ষুধা পেয়ে থাকলে অন্যের সম্পদ চুরি করতে না এসে নিজের শিকার করে আহার করুক। তবে জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে মানুষ যেন সে না মারে। কারণ, একজন মানুষ মারলে অন্য সকল মানুষ দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের সব পশুদের তাড়া করে বেড়াবে। যার ফলে পশুদের জঙ্গলে বসবাস করা খুবই বিপদের হবে। নেকড়ে বাঘটি আরো শাসাল যে, তাবাকীর মত চাটুকারের কথায় মানব শিশুটিকে শিকার করার জন্য এখানে এসে সে ভুল করেছে। আর কোন দিন যেন মানুষ শিকারের জন্য না আসে। নেকড়ের বাবা আরো অনেক কথা বলে শের খাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলল। রাগে অপমানে শের খাঁ গর্জন করে উঠল এবং ছেলেটাকে খেতে না দিলে সে তাকে দেখে নেবে- এই ভয়ও দেখাতে লাগল। পশুদের মধ্যে মানব শিশু সে কি করে রাখে তা শের খাঁ দেখে নেবে বলে শাসিয়ে গেল। মনে মনে শের খাঁ এও পণ করল, যেভাবে হোক শিশুটিকে সে খাবেই।

শের খাঁর এই ভয় ভীতিতে নেকড়েরা কিন্তু একটু বিচলিত হলোনা। বরং মা নেকড়ে শের খাঁ ও তাবাকীকে নিজের পথ দেখতে বলে জানিয়ে দিল যে, তারা ঐ মানব শিশুটিকে লালন-পালন করবে। শের খাঁর অনেক অত্যাচার জঙ্গলের পশুরা এতদিন সহ্য করে এসেছে। এখন আর তারা সহ্য করবে না। শের খাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে, ছেলেটার হাতেই তার একদিন মৃত্যু হবে।

নাথু নেকড়েদের সাথে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। তার শরীর ব্যাঙের মতো নরম ছিল। ব্যাঙের আর এক নাম মুগলি। সে জন্য নেকড়েরা ডাকলে সে মাও মাও করে উত্তর দিত।

তাই নেকড়েরা তাকে মুগলি নামে অভিহিত করল এবং তখন থেকে নাথুর নাম হ'ল 'মুগলি'। মুগলি নেকড়ের গুহায় বাচ্চাদের সাথে বড় হতে লাগল। নেকড়েদের বাচ্চাদের মতো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো বা এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে দৌড়ে বেড়ায় সে। জঙ্গলে চলতে হলে জঙ্গলের আইন কানুন শিখতে হয়। নেকড়েরা মুগলিকে জঙ্গলের আইন কানুন শেখালো। কি করে শিকার ধরতে হয়, কি করে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় ইত্যাদি শিখতে লাগল সে।

বন্ধুরা, এবার তোমাদেরকে কাবিং-এর 'আকেলা' সম্বন্ধে কিছু বলব। 'আকেলা' শব্দের অর্থ- এক-লা অর্থাৎ একাই সর্বেসর্বা। আকেলাকে এককথায় আমরা বুঝি নেতা বা সর্দার। যার নেতৃত্বে একটি দল পরিচালিত হয়। আকেলাকে দলের সবাই মান্য করে। তার নেতৃত্বে দলের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নেতার নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন কাজ করে না সে। কাব দলেও 'আকেলা' শব্দটি নেতা হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কাব লিডারকেই আকেলা বলা হয়। কাব লিডারের নেতৃত্বে দলের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাবদের সব সময় কাব লিডারদের আদেশ মেনে চলতে হয়। তাই কাবেরা মহা গর্জন বা গ্রান্ড ইয়েল দেওয়ার সময় সম্মানসূচক ধ্বনি করে 'আকেলা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। নেতাকে সম্মান জানানোই হলো মূল উদ্দেশ্য। এবার তোমাদেরকে 'দি জঙ্গল' বুকে

'আকেলা' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা আছে সেটা বললে তোমরা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারবে।

প্রত্যেক পূর্ণিমা রাতে পাহাড়ের চূড়ায় সকল জন্তু জানোয়ারদের একটি দলসভা হতো। এ দলসভায় সভাপতিত্ব করত জঙ্গলের সর্দার 'আকেলা' নামক এক বৃদ্ধ নেকড়ে বাঘ। তার পরামর্শদাতা ছিল জঙ্গলের বেশ কিছু পশু, যারা এই মন্ত্রণা সভায় ছিল। এদের পরিচয় এখন তোমাদেরকে দেবঃ

১. বালু-আইন-কানুন শিক্ষক-জঙ্গলের প্রকাণ্ড ভল্লুক আইন শিক্ষক ছিল। তার নাম ছিল 'বালু'। বালুর কাজ ছিল জঙ্গলের প্রাণীদের আইন-কানুন শিক্ষা দেওয়া। বালু ছিল খুব বিচক্ষণ। ধৈর্য সহকারে সকল পশুকে আইন-কানুন শেখাত সে।

একবার না পারলেও বার বার শেখাতে তার কোন ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। শিক্ষাদানের সময় সে সচরাচর রাগ করে না। তবে শিক্ষায় অমনোযোগী হলে সে রেগে যেত। এমনকি রেগে গিয়ে সে চড় থাপ্পরও মারত। বালুর স্বভাব সব সময় নম্র ও ভদ্র ছিল। তাই বালুকে বনের সব প্রাণী ভালবাসত।

২. 'বাঘেরা' হলো 'কালো চিতা' (Black Panther)। প্যান্থার হলো অত্যন্ত সুচতুর জন্তু। দ্রুততার সাথে চলাফেরা করতে পারে। আঁধারে চোখের তারায় টর্চের মতো আলো জ্বলে। যার ফলে সে অন্ধকারেও চলাফেরা করতে পারে। অন্ধকার রাতে শিকার ধরতেও তার কোন অসুবিধা হয় না। এই বাঘেরা হলো বনের শিকার ধরার শিক্ষক। সে বনের সকল পশুকে শিকার ধরার পদ্ধতি শেখায়। কি করে শিকারের অপেক্ষায় ঝোপের পাশে লুকিয়ে থাকতে হয়, কি করে শব্দ না করে চুপি চুপি পেছন থেকে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, কি করে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে শিকারকে কাবু করে শিকার ধরতে হয় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়াই হলো বাঘেরার কাজ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাব বন্ধরা এতো গেল পশুদের দলসভার কথা। তোমরা যখন কাব দলে কাজ কর সে কার্যক্রমকে প্যাক মিটিং (Pack Meeting) বলা হয়। সপ্তাহে যে কোন নির্দিষ্ট দিনে মুক্তাঙ্গনে ৬০ থেকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত প্যাক মিটিং-এর মাধ্যমে কাবিং-এর কার্যক্রম চলে।

তোমরা যখন প্যাক মিটিং-এ মিলিত হও তখন যে বৃত্তে দাঁড়াতে হয়, অর্থাৎ ষষ্টকভিত্তিক একটি মহাবৃত্তে দাঁড়াতে হয় তাকে বলা হয় (Parade Circle)।

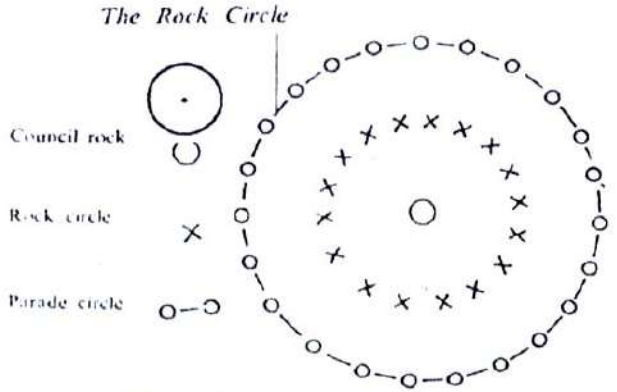

তোমাদের কাব লিডির দাঁড়ান পতাকাদণ্ডের ডান দিকে। বৃত্তের যে স্থানে দাঁড়ান সে স্থানকে আমরা শৈলশিলা বা Council Rock বলি।

যখন তোমাদের কাব লিডার তোমাদের সাথে কোন কথা বলার জন্য তোমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছোট একটি সার্কেলে দাঁড়াতে বলে তখন তাকে শৈলবৃত্ত (Rock Circle) বলি। সাধারণত কথা বলার সময় কাব দলকে (Fall in) হবার সময় শৈলবৃত্তে দাঁড়াতে হয়।

এবার বন্ধুরা বনের মধ্যে চল। সেখানে বন্যপশুরা কিভাবে দলসভায় আগমন করে এবং অন্যান্য কিসব করে তা জেনে নেব। বনের সকল নেকড়ে ছুটে এসে শিলার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে।

তাদের নেতা 'আকেলা' এসে সভায় শিলার উপর দাঁড়াল। আর এক সাথে সব নেকড়ে হাঁটু গেড়ে বসে কি চীৎকার করে উঠল নেতাকে অভিবাদন জানাবার উদ্দেশ্যে।

তোমরাও তোমাদের কাব লিডারকে প্যাক মিটিং-এ হাজির হয়ে পতাকার পাশে শৈলশিলার অর্থাৎ তার নির্ধারিত স্থানে দাঁড়ালে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা এক পা এগিয়ে ছালাম জানায়। সকল কাব উচ্চস্বরে গ্রাফ ইয়েল দিয়ে অভিবাদন জানায়। সকল কাব ইয়েল দেয়। কাব লিডার গ্রান্ড ইয়েলের জবাব দেন।

THE GRAND HOW

গ্রান্ড ইয়েল ঃ 'গ্রান্ড' হাউল বা গ্রান্ড বিশ্বজুড়ে সকল কাব্যের সার্বজনীন (Universal) চিৎকার। কাবেরা কোন অনুষ্ঠানে কাব লিডার/আমন্ত্রিত অতিথিকে যে পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাকেই গ্রান্ড ইয়েল বা মহাগর্জন বলা হয়। কাব বন্ধুরা, গ্রান্ড ইয়েলের জন্য তোমাদের মহাবৃত্তে (Parade Circle)-এ আরামে দাঁড়ানোর জন্য নির্ধারিত স্থান থাকবে। কাব লিডার ও অতিথির বিপরীত দিকে বৃত্তে দাঁড়াবে। কাব লিডার বা আমন্ত্রিত অতিথি মহাবৃত্তের নির্ধারিত স্থানে দাঁড়ানোর পর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা নিজের জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতপর এক কদম সামনে সামনে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে একটি শব্দ করবে। এই শব্দ শোনার সাথে সাথে দলের সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা তার ডান হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে নামিয়ে আনবে। নেতার সাথে সাথে বৃত্তের কাবেরা (সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাসহ) সমস্বরে টেনে টেনে উচ্চারণ করবে "আ-কে-লা আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।" কাবদের কথাগুলো শেষ হওয়ার সাথে সাথে কাব লিডার বলবে "তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা কর-কর-কর-কর (কথাগুলো বলার সময় কাব লিডার তার সামনে ডানে বামে আবার সামনে ঝুঁকে উচ্চারণ করবে)।" কাব লিডারের কথাগুলো শেষ হওয়ার সাথে সাথে সবাইকে সালাম দিয়ে মহাবৃত্তে অবস্থানরত সকল কাব (সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাসহ) সালামরত অবস্থায় বলবে- "আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো-করবো-করবো।" কাব্যের চার বার বলার সাথে সাথে সবাই হাত নামাবে। অতপর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা সবাইকে আরামে দাঁড় করাবে। তার ডান হাতের তালু ডান পাশে প্রসারিত করলে সবাই আরামে দাঁড়াবে। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা তার পূর্বের জায়গায় অর্থাৎ মহাবৃত্তে ফিরে আসবে এবং নিজে আরামে দাঁড়াবে। এবার আশা করি কাব বন্ধুরা সঠিকভাবে গ্রান্ড ইয়েল দিতে পারবে।

'কাব সালাম'

কাব বন্ধুরা কাবেরা একসময় দুই আঙ্গুলে সালাম করত। এর কারণ ছিল নেকড়ের কান দুটি খাড়া করে দেখানো। এখন কিন্তু কাবদের তিন আঙ্গুলে কাব সালাম করতে হয়। বৃদ্ধ আঙ্গুলি দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুল চেপে ধরে তিন আঙ্গুল দিয়ে সালাম করতে হয়। সালাম করার সময় কপালের ভ্রু অথবা মাথার টুপির বর্ডার টাচ করতে হবে। কাব বন্ধুরা, তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে তিন আঙ্গুল দিয়ে কাব স্কাউটরা সালাম করে কেন? কাব প্রতিজ্ঞা তোমাদের শিখতে হবে। প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখার সুবিধার্থে তিন আঙ্গুলের ছালাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা–প্রতিটি কাব স্কাউটকে স্কউটিংয়ে যোগদানের সময় নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করতে হবে ঃ

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

☞ আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে

☞ প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে

☞ কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

কাব বন্ধুরা, তোমাদের দুটি আইনও সবসময় প্রতিজ্ঞার মতো স্মরণ রাখতে হবে।

কাব স্কাউট আইন দুটি ঃ

☞ বড়দের কথা মেনে চলা

☞ নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

জঙ্গলের প্রাণী (Jungle animals)

কাব বন্ধুরা, এবার কয়েকটি বন্যপশু সম্পর্কে আলাপ করব। পশুগুলো হলো -শের খাঁ, বালু, বাঘেরা ও তাবাকী। এছাড়া মুগলি সম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচনা করছি। এবার আমি মুগলি ও জঙ্গলের কথা আলোচনা করব। এর মধ্যে প্রবীণ পশুদের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে।

'আকেলা ছিল বনের সর্দার। একটি প্রবীণ নেকড়ে বাঘ। সে সভা শিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকত আর লক্ষ্য করত যে, দলের সব ছোট ছোট নেকড়েরা দলের নিয়মগুলো ঠিক ঠিক পালন করে কিনা। আমাদের বয়স্ক নেতারা অর্থাৎ তোমাদের কাব লিডার যারা তোমাদের শারীরিক মানসিক ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাবিং কার্যক্রমের মাধ্যমে শারীরিক মানসিক আত্মিক উন্নয়ন সাধন করে একজন সুচতুর কাব স্কাউট গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয় তারা নেকড়ের আকেলার মত একজন।

শেরখাঁর কথা তো তোমাদের পূর্বেই বলেছি। শের খাঁ একটা ষণ্ডা বাঘ। তার শরীরটা আগাগোড়া ডোরাকাটা ছিল, ধারালো নখ ও দাঁত ছিল যা তার প্রধান অস্ত্র। সে স্বভাবতই ভীরু ও অলস প্রকৃতির ছিল। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যেও এ স্বভাবের ছেলেমেয়ে দেখা যায় যারা দাম্ভিক ও অহংকারী। কিন্তু এদের কায়দায় ফেললেই এদের সব বীরত্ব ছুটে যায়।

তাবাকীর কথা তো তোমরা এর পূর্বে শুনছে। তাবাকী (Tabaque) ছিল একটি নীচু ও জঘন্য প্রকৃতির শিয়াল। বনের পশুদের তোষামোদ করাটাই সে বেশি পছন্দ করত। গায়ে না খেটে কুড়িয়ে খাওয়াটাই ছিল তার স্বভাব এবং এতেই সে বেশি তৃপ্তি পেত।

সপ্তম অধ্যায়

শের খাঁ

এবার তোমাদের শের খাঁর কথা কিছু বলব। শের খাঁ একটা প্রকাণ্ড হিংস্র জানোয়ার। সে হলো অত্যন্ত দাম্ভিক ও ষণ্ডা। বনের মধ্যে শিকার করার বুদ্ধি বা চাতুর্য শের খাঁর মোটেই নেই। তার স্বভাব হলো চুপি চুপি গ্রামে ঢুকে ছাগল কিংবা ছোট বাছুর ইত্যাদি ধরে আনা।

অনেক সময় গভীর রাতে সে কুঁড়েঘরে হানা দিয়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধ মানুষ বা শিশু টেনে নিয়ে আসত। কিন্তু দিনের বেলায় মানুষকে সে ভীষণ ভয় পায়। তাই রাতের নীরবে শিকার খোঁজা তার স্বভাব। এ জন্য বনের অন্যরা তাকে একটুও ভাল জানত না। তোমরা জান, চোরে চোরে মাসতুত ভাই। তাই তাবাকীর মতো নীচু স্বভাবের পশুটি শেরখাঁকে ভয়ানক খাতির করত। সব সময় তাবাকী শের খাঁর পেছনে ঘুরত। কখনো শের খাঁ তাবাকীকে রাগ হয়ে তাড়া করত। তখন শের খাঁকে বিভিন্নভাবে তোষামোদ করত। বলত, "তুমি বনের রাজা। তোমার মত বীর বনে আর একটিও নেই।" শের খাঁকে এত বেশি তোষামোদ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে কিছু শিকার করলে তার খাবার পরে উচ্ছিষ্ট খাবার হতে একটু আধটু অংশ পেতে পারে।

কাব বন্ধুরা, শের খাঁ চরিত্রের ছেলে তোমাদের মাঝেও দু'একজন থাকতে পারে। হোমরা চোমরা ছেলে তারা, একগুয়ে প্রকৃতির ও খল স্বভাব তাদের। কেবল ছোটদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার এবং ভয় দেখিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করাই তাদের কাজ। কিন্তু কাব বন্ধুরা, তোমরা যদি একটু সুচতুর হও এবং তাদের চরিত্র বুঝতে পার, তাহলে তারা তোমাদের কখনও ক্ষতি করতে পারবে না।

কাব বন্ধুরা, এতক্ষণ জঙ্গলের নানা রকমের পশুদের আচরণ সম্পর্কে জানতে পারলে। তাদের আচার-আচরণ ও মনোভাব বুঝতে পারলে।

চল এবার একটা খেলা খেলি। খেলাটির নাম দেয়া যাক। খেলার নাম হলো 'শেরখাঁ ও তাবাকী'র খেলা।

দু'টি দল যাচ্ছে। একটি শেরখাঁ ও তাবাকীল দল। তাবাকীরা বৃত্তে গোল হয়ে বসে আছে। বৃত্তের মধ্যে আছে শেরখাঁ। শেরখাঁ তাদের মাঝে ঘুরে ঘুরে আস্ফালন করছে। শেরখাঁ যার দিকে তাকায় সে অনুনয় বিনয়

করে বলে, "আপনি বড় সুন্দর, আপনি বনের রাজা, পৃথিবীতে আপনার মত মহৎ ও দয়ালু রাজা আর নেই" ইত্যাদি বলে তাকে তোষামোদ করছে আর পেছনে ফিরলেই তাকে মুখ ভেংচি দিচ্ছে, বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে, কখনও হাত তুলে কিলঘুষি দেখিয়ে ঠাট্টা করছে। দলের সব তাবাকী এরূপ করছে। এতক্ষণ মুগলি ও নেকড়ের দ্বিতীয় দল একটু দূরে আড়াল থেকে এসব কাণ্ড লক্ষ্য করছে।

শেরখাঁ একটি তাবাকীর মুখে ভেংচি দেখে তাকে লাথি দেখাচ্ছে। মুগলি ও নেকড়ের দল ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছে। এবার কি করবে নেকড়ের দল। অতি সাবধানে তাবাকীকে ঘিরে ফেলল এবং এক একটি তাবাকীকে দল থেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে ঘাড়ে চড়ে বসেছে।

শেরখাঁ কিন্তু এদিকে খেয়ালই নেই। সে তখনও আপন মনে আস্ফালন করে। নেকড়েরা সব তাবাকীদের হারিয়ে ধরাসাই করেছে। শেরখাঁর হঠাৎ হুঁশ হলো, ব্যাপার কি? সব সরে পড়ছে, তাইতো! সামনে তাকাতেই দেখতে পেল মুগলি তা ডান হাত লম্বা করে শেরখাঁর দু'টি চোখ নির্দেশ করে সামনে এগিয়ে আসছে। তা দেখে শেরখাঁর দেহ মন ভয়ে সচকিত হয়ে উঠল। সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। মুগলি ততক্ষণে সামনে পৌঁছে গেলে সে ধীরে ধীরে মুগলির কাছে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। মুগলি তখন কি করবে তাকে টেনে হেঁচড়ে নেকড়েদের মাঝে নিয়ে গেল। শেরখাঁ হাত জোড় করে সকলের কাছে মাপ চেয়ে খেলার এক রাউন্ড শেষ হবে। এবার আনন্দ পাওয়ার জন্য যে দল শেরখাঁ ও তাবাকী হয়েছিল সে দল এবার নেকড়ের দল হবে আর মুগলি ও নেকড়ের দল হবে শেরখাঁ ও তাবাকীর দল। এভাবে নির্দিষ্ট সময় ধরে খেলা চলবে। এই খেলায় যে দল ভাল অভিনয় করবে সে দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। খেলা শেষে সকল কাব বৃত্তে দাঁড়াবে। গ্রান্ড ইয়েলের মাধ্যমে খেলা শেষ করবে।

খেলার উপকরণ

১. শেরখাঁর বাঘের পোষাক থাকবে।
২. তাবাকীর দল শিয়ালের পোষাক পরবে। পোশাক না থাকলে হলুদ ফিতার লেজ পরবে।

৩. মুগলি জংলীর পোশাক পরবে।
৪. নেকড়ের দল নেকড়ের পোশাক পরবে। পোশাক না থাকলে লাল ফিতার লেজ পরবে।
৫. খেলাটি আকর্ষণী করার জন্য প্রয়োজনীয় মেকাপ নিতে হবে।

নেকড়েদের শিকারের গল্প

এবার শোন, তোমাদেরকে নেকড়েদের শিকারের আর একটি মজার গল্প বলছি-

বনের মধ্যে হরিণ খুবই চঞ্চল ও শক্তিশালী একটি প্রাণী। একে শিকার করতে হলে পাকা শিকারী হতে হয়। বাঘের মতো হিংস্র জন্তুও একে শিকার করতে অনেক সময় হিমসিম খেয়ে যায়। কিন্তু নেকড়েরা একে সহজেই শিকার করে। কেমন করে? তবে শোন এবার সেই মজার ব্যাপারটি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ-

Wolves out on the prowl.

হরিণ শিকারের সময় এমনকি যেকোন শিকারের সময় প্রত্যেক নেকড়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব থাকে। আর এ দায়িত্ব দেয় নেকড়ের সর্দার বা দলনেতা যাকে আমরা 'আকেলা' বলে থাকি। কোন হরিণ দেখলেই নেকড়ের দল তাকে দলবদ্ধভাবে তাড়া করতে থাকে। এই তাড়া করার উদ্দেশ্য হলো হরিণটিকে নিরাপদ স্থান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় একটি নেকড়ের দল প্রথম দল কি করছে তা পর্যবেক্ষণ করে চলতে থাকে। প্রথম দল হরিণটিকে অনবরত তাড়ানোর ফলে এক সময় হরিণটি তার দৌড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। হরিণটি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এবার দ্বিতীয় দলের নেকড়েরা হরিণটি ঘিরে ফেলে। নেকড়ের দল তখন গোল হয়ে চুপ করে বসে থাকে আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। হরিণ তখন যে দিক তাকায় সে দিকেই নেকড়ের সদস্যদের দেখতে পায়। সে তখন হাঁপাতে থাকে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

মাঝে মাঝে নেকড়েরা লাইন থেকে হরিণকে তাড়া দেয়ার ভাব দেখায়। হরিণও নেকড়েকে তাড়া করে যায়। সে সময় পিছনের দিক থেকে একটি নেকড়ে লাফিয়ে হরিণের পিঠে চড়ে বসে। দাঁত ও নখ দিয়ে হরিণকে সেখানেই শেষ করে ফেলে।

বন্ধুরা জানলেতো কিভাবে হরিণকে নেকড়ের দল শিকার করে! ব্যাপারটি খুব মজার, তাই না? তবে নেকড়ের দলের কোন সদস্য নেতার নির্দেশ অমান্য করলে এবং হরিণ যদি একা কোন নেকড়েকে পেয়ে বসে তখন তার ঝাকড়া ধারাল শিং দিয়ে নেকড়ের কি দশা করে তা তোমরা সহজে ভাবতে পার। নেকড়ে শাবকদের মা তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই শিকার করার কৌশল শিক্ষা দেয়। এভাবে ছোটবেলা থেকেই নেকড়েরা নেকড়ে শাবককে পাকা শিকারী করে গড়ে তুলে, শিকার ধরার সমস্ত কলা কৌশল তাদেরকে ছোটবেলা থেকে এমনভাবে শিক্ষা দেয় যাতে করে দলবদ্ধভাবে বড় বড় শিকার করতে পারে। তাই তারা শিকার ধরার সময় দলবদ্ধ হয়ে 'আকেলার' নির্দেশ মেনে চলে।

শুধু কি তাই, কোন শিকার পেলে হয়তো একা একা খাবার ইচ্ছা জাগে; কিন্তু দলের সরদার 'আকেলা' তা কখনও করতে দেয় না। শিকার পেলে দলের সকলকে এক সঙ্গে খেতে দেয়। নেকড়েদের মধ্যে দলের সরদার 'আকেলার' আদেশ কেউই অমান্য করে না। কাব বন্ধুরা, তোমাদের মাঝেও তো এমন বন্ধু আছে যারা কোন খাবার পেলেই খেতে শুরু করে। আসলে কি তা করা উচিত? তা কখনও করা উচিত নয়। সকল বন্ধুদের দেয়ার পরে এক সঙ্গে খাওয়া উচিত। তোমরা যখন ক্যাম্পে থাক তখন কাবদলে ষষ্ঠক ভিত্তিক খাবার পরিবেশন করা হয়। অবশ্য ষষ্ঠকের সকল সদস্য একত্রে বসে খাবার খেয়ে থাকে। কাব সদস্যদের মধ্যে দেখা যায় ষষ্ঠকের একজন সদস্য খাবারের সময় আসতে দেরী করেছে। তখন কি করা উচিৎ? তাকে ডেকে নিয়ে এক সংগে খাবার খাওয়া উচিৎ। নেকড়েরদের শৃঙ্খলা তোমাদের মনে রাখা দরকার সবচেয়ে বড় কথা

তোমরা আকেলার নির্দেশ ছাড়া কিছুই করবে না। সংগে তোমাদের ষষ্ঠক নেতার নির্দেশও পালন করবে।

এবার চল 'হরিণ শিকার খেলা' তোমাদের কাব দলে কি ভাবে খেলতে হবে সে ব্যাপারে আলোচনা করব ঃ

হরিণ শিকার খেলা ঃ কাব স্কাউট প্যাককে দু'টি দলে ভাগ করতে হবে। একটি দল নেতার নির্দেশে দলবদ্ধভাবে ঝোপ-ঝাড় কিম্বা গাছের আড়ালে অথবা কোন পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। এ দলটি হবে নেকড়ের দল। অন্য দলটি হরিণ। তারা বনের মাঝে বিচরণ করতে থাকবে। সে তার খুশিমত বিচরণ করবে। তবে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। নেকড়ের দল সুযোগ বুঝে হরিণকে নেতার নির্দেশ মত চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। হরিণ নেকড়ের বৃত্ত থেকে বের হবার চেষ্টা করবে। এক দিকে তাড়া করলে অন্যদিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। নেকড়ের দলের কাবরা পিছন থেকে হরিণ দল দলের কাবদের পিছন থেকে দু'চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে ধরতে পারলে হরিণ মাটিতে শুয়ে পড়বে এবং হরিণদের একজন সদস্য মারা গেলে সে দল খেলায় হেরে যাবে। পরবর্তীতে হরিণদল নেকড়ে হবে এবং নেকড়ে দল হরিণ হবে। খেলার সময় হবে এক ঘণ্টা। এ সময়ের মধ্যে যে দল অল্প সময়ে হরিণ শিকার করতে সক্ষম হবে সে দলকে 'আকেলা' বা কাব লিডার বিজয়ী বলে ঘোষণা দেবেন।

এ খেলায় হরিণ দলের হরিণের মুখোশ এবং নেকড়ে দলের নেকড়ের মুখোশ পরে খেলতে হবে। তবে মুখোশ সংগ্রহ করতে না পারলে লাল ও হলুদ ফিতা দিয়ে দু'দলের লেজ- তৈরি করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে নেতার আদেশ না মানলে খেলায় বাদ পড়ে যাবে।

খেলার উপকরণ

১. হরিণের মুখোশ (সদস্য সংখ্যা অনুসারে)
২. নেকড়ের মুখোশ (সদস্য সংখ্যা অনুসারে)
৩. লাল ও হলুদ ফিতা (সদস্য সংখ্যা অনুসারে)
৪. স্কাউট বাঁশি।

নবম অধ্যায়

কাবদের নিয়ম কানুন (Pack Law)

কাব বন্ধুরা, তোমাদের পূর্বেও বলেছি, নেকড়েরা তাদের সর্দারের আদেশ মেনে চলে এবং যার যতটুকু কাজ ঠিকভাবে করে।

কাবদের সর্বক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আকেলার নির্দেশে কাব দলের কাজ ঠিক নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট কাজ ঠিকভাবে করতে হবে। তোমাদেরকে যেন খেলা বা কাজের সময় এক বার বুঝিয়ে দিলে দ্বিতীয়বার বলতে না হয়। যেমন-তুমি এদিকে এস, তুমি ওদিকে যাও, তুমি দৌড়োও ইত্যাদি। এসব কাজ কিন্তু নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। তোমাদের আসল কাজ নেতার আদেশ মেনে সকল খেলা বা কাজ-কাম ঠিক ও যথাসময়ে শেষ করা। তোমরা যখন যা করবে তা কাব দলের জন্য করবে, নিজের জন্য নয়। দলের সম্মানই তোমাদের সম্মান মনে করবে। এখানে এ কথাটি মনে রাখবে -

"সবে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ"

এটাই হলো কাব দলের মূল আদর্শ। একে সামনে রেখে কাবদলের ষষ্ঠক ভিত্তিক কাজ করে যেতে হবে। আকেলা বা নেতা তোমাদের যে কথা বলবে প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনবে তারপর নেতার নির্দেশে কাজ করবে। মনে রেখ নেকড়েরা আকেলার নির্দেশ মত কাজ করে।

এবার তোমাদের নেকড়ে দলের বালু ও বাঘেরা নামের দু'টি প্রবীণ ও বিচক্ষণ শিক্ষা গুরুর কথা বলব ঃ

আগেই বলেছি বালু হলো জংগলের আইন কানুন শিক্ষা দেয়ার গুরু। বালুর কাজ ছিল নেকড়ে বাচ্চাদেরকে জঙ্গলের আইন কানুন শিক্ষা দেয়া। আর বাঘেরা তাদেরকে শিখাত কিভাবে শিকার করতে হয়, শিকার ধরার সময় আক্রমণ করলে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় ইত্যাদি। নেকড়ের বাচ্চাদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য নেকড়েদের নিয়ম এই বাচ্চারা একটু বড় হয়ে উঠলে মা-বাবা তাদের খাবার দেয়া বন্ধ করে দিতে থাকে। তখন নেকড়ের বাচ্চারা নিজ নিজ খাবার নিজেরা সংগ্রহ করতে থাকে। প্রথম বাচ্চাদের ফড়িং, প্রজাপতি ইত্যাদি ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ

ধরার শিক্ষা দেয়। যাতে করে বাচ্চাদের শিকার করার অভ্যাস গড়ে উঠে। প্রথমেই তাদের বড় বড় শিকার ধরতে দেয়া হয় না। এতে বিপদের আশংকা থাকে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কি বিপদ হতে পারে। বড়দের কথা না মেনে অর্থাৎ মা-বাবার কথা না মেনে যদি সে নিজেই কিছু করতে যায় তাতে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। সে ধরনের বিপদের একটি গল্প তোমাদের বলছি। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং ভবিষ্যতে তা মেনে চলতে চেষ্টা করবে।

শ্বেতদন্তের গল্প

শ্বেতদন্ত নামে একটি ছোট নেকড়ে সবে মাত্র হাঁটতে শিখেছে। এক দিন কি করল শ্বেতদন্ত। তার মাকে না বলে গুহা হতে বের হয়ে পড়ল। মতলব এখন সে হাঁটতে পারে, একাই শিকার করতে শিখবে। হঠাৎ কোথা হতে এক কাঠবিড়ালী তড়াৎ করে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। বেচারী 'শ্বেতদন্ত' কাঠবিড়ালীর মত একটি ছোট প্রাণীকেও বেমালুম ভয় পেয়ে মাটিতে কুকড়িয়ে শুয়ে পড়ল এবং ভয়ে গো-গো-শব্দ করতে লাগল। তার এ অবস্থা দেখে কাঠবিড়ালীটা ভয় পেল এবং তৎক্ষণাৎ সড় সড় করে গাছের উপর গিয়ে উঠল। কাঠবিড়ালীকে শিকার করার সাধ মিটে গেল। আনাড়ী শিকারী নিজেই ভয়ে জড়োসড় হয়ে প্রাণ বাঁচাল, তার পরে আর একদিন 'শ্বেতদন্ত' গেল পাখি শিকার করতে, এবার কি হলো বন্ধুরা। কোথা থেকে এক তিতিপাখি এসে বসল শ্বেতদন্তের নাকের উপর। সে তার ধারাল ঠোট দিয়ে নাকের আগায় ঠোকরাতে লাগল। বেচারা শ্বেতদন্ত কি করে। ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেল। সেতো শিকার করার কৌশল শিখেনি। কি করে পাখি শিকার করবে। শ্বেতদন্তের আনাড়ী ভাব দেখে তিতিপাখি দিল চম্পট। বেচারী পাখি শিকারের সাধ মিটে গেল। শ্বেতদন্তের শিকার হল না। তিতিপাখি তার নাকে ঠোকর দিয়ে রক্ত বের করে দিল। এ অবস্থায় গুহায় ফিরে গেল। মা তাকে-এ অবস্থায় দেখে খুবই বকল। শুধু তাই নয়, শিকার ধরার কৌশল না শিখে এ হেন দুঃসাহসিকতার জন্য তাকে গাল মন্দ করল। পরে অবশ্য সে তাকে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে পিছন থেকে কিভাবে লাফিয়ে পড়তে হয় এটা শিখিয়ে দিল। এও বলল, প্রথমে ছোট ছোট শিকার ধরার কৌশল শিখতে হবে। কৌশল জানলে পড়ে বড় শিকার ধরতে পারবে।

এরপর 'শ্বেতদন্ত' কয়েকদিন দু'একটা ফড়িং শিকার করতে পেরে গর্ববোধ করল। তার আত্মবিশ্বাস ও সাহস বেড়ে গেল। একদিন সাহস করে সে সজারুর মত সুচতুর শিকার ধরতে গেল। তা কি করে সম্ভব। সে তো খুবই ছোট নেকড়ে। তা ছাড়া এ ধরনের শিকার ধরতে কৌশল জানতে হয়। বেচারা 'শ্বেতদন্তের' সজারু শিকার করতে গিয়ে হলো কি বিপদ। শ্বেতদন্তের সাড়া পেড়ে সজারু শিকার করতে গিয়ে হলো কি বিপদ। শ্বেতদন্তের সাড়া পেয়ে সজারু তার পিঠের কাঁটাগুলো খাড়া করে ফেলল এবং তাড়া করে শ্বেতদন্তের নাকে মুখে কাঁটা ফুটিয়ে দিল। বেচারা কাঁটার আঘাতে একেবারে নাজেহাল!

সজারু শিকার করতে গিয়ে নেকড়ের বাচ্চারা যেমন জব্দ হয়, তেমনি আর কোন কিছুতে হয় না।

সজারুরা একটু বিপদের আভাস পেলেই শরীরের চারদিকে কাঁটাগুলো খাড়া করে ছড়িয়ে দেয় এবং চুপ করে বসে পড়ে ঠিক যেমন কাঁটাগাছের মত। শত্রু কাছে ঘেঁষলেই আর যায় কোথায়। এক ঝাপটায় তার চোখে-মুখে এমনভাবে কাঁটা লাগিয়ে দেয় যে, সে যন্ত্রণায় লাফিয়ে পথ পায় না।

কিন্তু যে নেকড়ে একবার খোঁচা খায় সে আর দ্বিতীয় বার ঠকে না। এখন তাড়াহুড়া না করে নেকড়ে মশাই করেন কি, চুপ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটির সাথে ওত পেতে থাকে। সজারু মনে করে তার বিপদ কেটে গেছে, এখন তার কাঁটাগুলো গুছিয়ে সহজভাবে পথ চলতে থাকে। অমনি নেকড়ে তড়াক করে লাফিয়ে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। বেচারা সজারু তখন তাড়াতাড়ি আর শরীরটাকে ফুলিয়ে কাঁটাগুলো খাড়া করার সময় পায় না। সেরূপ কাব বন্ধুরা তোমরাও যখন কোন কঠিন কাজ করতে যাবে তখন সজারু শিকারের কথা মনে করবে এবং তাড়াহুড়া করে কাজ সমাধান করার চেষ্টা করবে না। বরং ধৈর্য ধরে ধীরে সুস্থে কাজ করে যাবে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীরা কি উপায়ে বাঁদর শিকার করে তা জান? তারা বলে দৌড় ঝাঁপ করে ওদের ধরতে যাওয়া কেবল বৃথা আর বোকামী ছাড়া আর কিছু না। বাঁদর ধরতে হলে বাঁদর হলে চলবে না। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ওদের সাথে তাল রেখে ধরতে হবে। তা কোন কাজ করতে হলে ধীরস্থিরভাবে করতে হবে। তা হলেই কাজের সাফল্য আসবে।

'শ্বেতদন্তর গল্প' এই বিখ্যাত গল্পে উল্লেখ আছে যে, একবার এই নেকড়ে শাকব 'শ্বেতদন্তকে' মানুষে ধরে নিয়ে যায়। বেচারা নেকড়ে শাবক আর কি করবে। দেখল খুবই বেগতিক। 'শ্বেতদন্ত' নিজের বুদ্ধিতে লোকটার পোষ মেনে লয় এবং তার সংগে রয়ে যায়। তার প্রভুর অনেকগুলো কুকুরও ছিল। শ্বেতদন্ত প্রভুর খুব ভক্ত হলো। প্রভু যখন যা বলে তাই করে। তাকে আদর করে ভাল ভাল খাবার দেয়। এক বছর সেদেশে দেখা দিল খুব দুর্ভিক্ষ। মানুষ খাবার পাচ্ছে না। গাছের লতাপাতা খেয়ে জীবন বাঁচাতে লাগল। শ্বেতন্ত ও কুকুর নিয়ে মনিব পড়ল মহা বিপদে। তিনি নিজেই খেতে পাচ্ছেন না, ওদেরকে কি ভাবে খাবার দিবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মনিব 'শ্বেতদন্ত' ও কুকুরদের ছেড়ে দিল যাতে করে ওরা নিজেদের খাবার নিজেরা খেতে পারে। কিন্তু কুকুরগুলো ছোটবেলা থেকেই মানুষের দেয়া খাবার খেয়ে বড় হয়েছে। নিজেরা কোনদিন খাবার সংগ্রহ করেনি। তৈরি খাবার খেতে খেতে শিকার করতে শেখেনি। দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে এবং খেতে না পেয়ে দিন দিন শুকিয়ে গেল এবং একদিন কুকুরগুলো মরে গেল।

'শ্বেতদন্ত' কিন্তু ছোট বেলা থেকেই শিকার ধরার কৌশল শিক্ষা করেছে। জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার ধরে সে খেতে লাগল। কুকুরগুলোর ন্যায় তাকে অনাহারে মরতে হলো না, সে নিজের শিকার নিজেই করে খেতে লাগল। তারপর বনের ধারে তাঁবু খাটিয়ে বনে শিকার করতে এলো একদল শিকারী। সেখানে সে রুটি ও মাংসের গন্ধ পেল। বুঝতে তার একটুও অসুবিধা হলো না। সে বুঝতে পারল যে, এবার দুর্ভিক্ষ শেষ হয়েছে। এখন সে আবার নিজের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।

কুকুরগুলোর মত যদি নিষ্কর্মা হয়ে বড় হতো তাকে বিপদের সময় কত লাঞ্ছনাই না ভুগতে হত, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা ঐ কুকুরের মত অলস। পরের তৈরী খাবারের উপর নির্ভর করে থাকে। নিজে কিছুই করতে চায় না। তারা কোন দিনই আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। ' শ্বেতদন্ত' গল্প থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে কেমন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। আর এ শিক্ষা ছোট থেকেই অর্থাৎ কাব স্কাউট থেকেই শিখতে হবে। তা হলে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বড় হতে পারবে। নিজের কাজ

নিজে করতে হবে। যারা তা করে না তারা কখনোই জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না! জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। কাব দলের এ শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁবুবাসে তোমাদের মা-বাবা সঙ্গে থাকে না, তখন তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই করে থাক। তার পর কি হয়? যখন তোমরা বাড়িতে ফির, তখন তোমাদের মা-বাবা তোমাদের খাইয়ে দেন। জামাকাপড় পরিয়ে দেন, চুল আঁচড়িয়ে দেন ইত্যাদি কত কি করে। কাব স্কাউট হয়ে তাদের এই মমতাময়ী সেবা গ্রহণ করা উচি। মোটেই নয়। তাঁবুবাসে যেমন নিজের কাজ নিজে কর তেমনি বাসায়ও নিজের কাজ নিজের করা উচিৎ। ছোট ভাই- বোনের যত্ন নেয়া উচিৎ। তা কি তোমরা কর? অবশ্যই কাব বন্ধুরা তা করে থাকো। তা যদি কর তোমাদের কাবিং জীবন হবে সার্থক। তোমরা সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

যতদিন তোমরা কাব স্কাউট সদস্য হিসেবে দলে থাকবে ততদিন তোমরা তা ইউনিট লিডারের নিকট থেকে বিভিন্ন দক্ষতা ও পারদর্শিতা কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। কাবের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য সকল প্রকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। সাফল্য অর্জন কর। দেখবে বড় হয়ে কোন কাজে পিছপা হতে হবে না। পরবর্তীতে বড় হয়ে কোন কিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর হতে হবে না। তোমরা তোমাদের বড়দের কাছে শুনে থাকবে জাপানীরা খুবই কর্মঠ। কি করে হয়? তারা ছোট থেকেই নিজের জীবন গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে একটি ছোট ঘটনা বলি তোমাদের-

তোমাদের বয়সের চেয়েও ছোট শিশুদের নিয়ে কয়েকজন জাপানী মা শহর থেকে দূরে একটি পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে গেলো, সেখানে তাঁবু গেড়ে মায়েরা গল্পগুজব, রান্না-বান্না করছেন, শিশুরা কি করছে- তাদেরকে দেয়া হলো পাহাড়ে চড়ার জন্য খেলা। শিশুরা দৌঁড়ে পাহাড়ে উঠছে, কিছুদূর উঠে গড়িয়ে পড়ছে নীচে, পড়ে ব্যথা পেয়ে কেহ বা কাঁদছে। কিন্তু মা করছেন কি? শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়নি। তাকে তুলে আবার পাহাড়ে চড়ার জন্য নিজেও দৌঁড়ে যাচ্ছেন এবং সঙ্গে শিশুটিকে দৌঁড়াবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। শিশুটি আবার মায়ের উৎসাহ পেয়ে কান্নার কথা ভুলে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। জাপানী মায়েরা এভাবে শিশুদের

ছোট বেলা থেকেই গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। যার ফলে বড় হয়ে তারা কর্মঠ হয়। নিজের কাজ নিজেই করতে পারে। যুবক নেকড়েদের পিছনে পিছনে তাদের বাচ্চাদের অনেক সময় শিকারে বের হতে দেখা যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি নেকড়েরা কত যত্নসহকারে তাদের বাচ্চাদের শিকার ধরার নিয়ম-কানুন, কৌশল শিখিয়ে দেয়। তাই তো বন্য পশুদের মধ্যে নেকড়েরাই সবচেয়ে বেশি চালাক, চতুর ও দক্ষ শিকারী হতে পারে। নেকড়েরা এত চালাক যে, কেউ কোন দিন সহজে নেকড়েদের ধরতে পেরেছে বলে শুনিনি। সে জন্য কাব স্কাউটদের মধ্যে যারা দক্ষ ও বিচক্ষণ হয়ে উঠে তাদেরকে 'উলফ' এই সম্মানের পদবী দেয়া হয়ে থাকে।

কাবদের আইন (Cub Law)

কাবিং-এর মূল ভিত্তি কাবস্কাউট আইন। কাবদের এই আইন দু'টি সব সময় মেনে চলতে হয়। এই আইনের মধ্যেই কাবিং-এর সব কিছু অন্তর্নিহিত শিক্ষা লুকিয়ে রয়েছে। কাব স্কাউটরা বয়সে ছোট। তাদের জীবনের শুরুতে দু'টি আইন মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যায় তাহলে তা অন্তরে কাদা মাটির মত ছাপ পড়ে থাকে। আইনি দু'টি তারা মেনে চলবে এবং সে মতে তারা কাজ করবে। তা হলেই একজন কাব স্কাউট ভবিষ্যতে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে মানুষের মত মানুষ হতে পারবে। কাব স্কাউটের আইন দু'টিই কাবদের নিয়ম।

আইন দু'টি হলো ঃ

১. বড়দের কথা মেনে চলা। (Cub give ot the old wolf)

২. নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা। (Cub do not give to himself)

এই নিয়ম দু'টি বনের নেকড়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। একটির সঙ্গে অন্যটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে দেখা যাক এই আইন বা Law দুটিতে কি বলা হয়েছে ঃ

১. বড়দের কথা মেনে চলা ঃ বনের সর্দার নেকড়েরই সবচেয়ে প্রবীণ ও বুদ্ধিমান। সে জানে কখন কিভাবে শিকার করে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করা যায়। তাইতো সকল নেকড়ে তাকে মান্য করে এবং তার কথামত চলে। এমনকি আকেলা কাছে না থাকলেও তার উপদেশ বনের প্রথা হিসেবে মেনে চলতে হয়। আইন মোতাবেক চলতে হয়। তারা জানে

শিকারে সফল হতে হলে আকেলার কলাকৌশল (আইন) মানতে হবে, তার ব্যতিক্রম হলেই বিপদ হয়। তাইতো কখনও নেকড়েদেরকে শিকারীরা সহজেই ধরতে পারে না। শিকারীর ফাঁদে নেকড়ে ধরা পড়েছে এমন কথা খুব একটা শোনা যায় না। কাব বন্ধুরা, তোমাদেরও ঠিক সেভাবে চলতে হবে। সর্বক্ষেত্রে তোমাদের আকেলা, মা-বাবা ও শিক্ষকদের কথা মেনে চলতে হয়। যেভাবে তাঁরা তোমাদের চলতে বলেন, যে কাজ করতে বলেন সেটাই তোমাদের কাছে 'আইন'। এ আইন অমান্য করা অন্যায় বলে বিবেচনা করতে হবে। তাদের মূল্যবান উপদেশ তারা তোমাদের সামনে না থাকলেও মেনে চলতে হবে। তবেতো তোমাদের জীবনে সাফল্য আসবে।

২. নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা ঃ নেকড়ের বাচ্চারা ছোট থেকে তাদের মা-বাবার কাছ থেকে এমন শিক্ষা লাভ করে যা তাদের শিকার ধরতে সাহায্য করে। নেকড়ের বাচ্চা প্রথম প্রথম- খরগোশের মত চতুর প্রাণী ধরতে গিয়ে খরগোশের পিছনে দৌড়াতে থাকে, যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন মা নেকড়ে বাচ্চার সঙ্গে আরো জোরে দৌড়াবার জন্য বাচ্চাকে নিয়ে ছুটতে থাকে। থামার কোন সুযোগ দেয় না। মায়ের নির্দেশে এবং উৎসাহে বাচ্চা নেকড়ে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে। এক সময় সে খরগোশকে ধরে শিকার করে। বুঝলেতো কাব বন্ধুরা, মায়ের কথা মত বাচ্চা নেকড়ে দৌড়াতে পারছে বলেই তার পক্ষে শিকার ধরা সম্ভব হয়েছে। এ ভাবে বড়দের কথা মেনে চললে সকল কাজে সাফল্য আসবে। তেমনি নিজেদের খেয়ালে বাচ্চা নেকড়ে যখন সজারু শিকার করতে যায় তখন তার বিপদ ঘটে। সে ঘটনা তোমাদের আগে বলেছি। তবে কাবেরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করে না। করা উচিৎও নয়। কাবদের এ আইনটি সব সময় মনে রেখে সকল কাজে অংশ নিতে হবে। চতুর কাবেরা কি করে জান, বড়রা যে কাজ করতে বলে সে কাজে কষ্ট হলেও এই আইনটির কথা মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজটি করার জন্য লেগে যায়। দেখা যায় যে কাজটি তার জন্য কঠিন ছিল সেটি অতি সহজে শেষ করতে পারছে। কেননা সে মনে করে বেড়ায় বড়রা যে কাজ করতে বলে সেটি আমার করতেই হবে। এইটি হল কাব চেতনা। কাবেরা এই চেতনায় বলীয়ান।

বালুনৃত্য (Baloo Dance)

কাব বন্ধুরা, তোমাদের পূর্বেই বলেছিলাম বনের আইনের শিক্ষক ছিল 'বালু'। অর্থাৎ সেই কালো বৃহৎ ভল্লুক। তার নাম অনুসারে এ নাচের নাম হয়েছে 'বালুনাচ' (Baloo Dance)। এই নাচের মাধ্যমে কাবেরা তাদের আইন দু'টি স্মরণ করতে পারে। সুতরাং আইন শিক্ষা দিতে এই নাচটি খুবই উপযোগী ও অপরিহার্য।

Scouts Library

বালুনাচের জন্য কাবদের মহা বৃত্তে দাঁড়াতে হয়। বালুনাচ সম্পর্কে মুগলির কথায় লেখা আছে যে, বালু নামক জন্তুটা জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের আইন-কানুন শিখাত' সুন্দর সুন্দর পদ্ধতিতে। প্রকাণ্ড একটি বৃদ্ধ ভাল্লুক দেখতে ঠিক একজন ভুঁড়িওয়ালা মানুষের মতো। নাচের সময় আকেলা যখন বালু নাচের জন্য প্রস্তুত বলবেন, এই নির্দেশ পাওয়ার পর প্রত্যেক কাব কোমরে হাত রেখে নিজ নিজ ভুঁড়ি ফুলায়ে তুলবে এবং মুখ উঁচু করে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বেশ মুরব্বিভাবে এপাশ ওপাশ তাকাবে। সমস্ত শরীর দৃঢ় করে লম্বা লম্বা পা ফেলে নেতার পিছু চলতে থাকবে। এ ভাবে চলার সময় সকল কাব উচ্চস্বরে 'আইন দু'টি' বলতে থাকবে। কিছুটা সুর করে।

১. কাবেরা-বড়দের কথা-মেনে চলে

২. কাবেরা-নিজেদের-খেয়ালে-কিছু নাহি করে।

এইভাবে সুরের তালে তালে হাত পায়ের তাল রেখে বৃত্তের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। আকেলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ঘুরতে থাকবে। নির্দেশ পেলে আবার উলটো দিক ফিরে ঘুরতে থাকবে। যখন আকেলা থামার সংকেত দেবেন তখন বৃত্তের লাইনে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। এভাবে বালু নাচের মাধ্যমে আইন দু'টি অনুশীলন করা।

নেকড়েদের কর্তব্যপরায়ণতা
(Wolves alwaiys mind their own duty)

কাব বন্ধুরা, বনের আইন কানুন নেকড়েরা কিভাবে মান্য করে তা তোমরা জানলে। শুধু নেকড়েরাই যে কর্তব্যপরায়ণ তা নয়, বনের সকল জানোয়ারেরও প্রকৃত কর্তব্য জ্ঞান রয়েছে। তাদের কাজ হলো স্থান, কাল, পাত্র ভেদে-সেগুলোকে কাজে লাগানো। সময় মত তাদের কর্তব্যকর্মদ্বারা অন্য পশুদের মঙ্গল করে থাকে। যেমন–

শিকারের সময় একটি নেকড়ে ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে, এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে মুখ বুজে সকল কষ্ট সহ্য করে কেন? খরগোশ, পাখি, হরিণ ইত্যাদি শিকার করে বেড়ায়, কিন্তু শিকার নাগালের মধ্যে পেলেই তখন সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না বা তাকে ধরতে চেষ্টা করে না। তবে এত ছুটাছুটি করে পরিশ্রম করে কেন? ঝোঁপের বাইরে বা - শিকার পালাবার পথের ধারে দলের অন্যান্য নেকড়েরা সেখানে চুপ করে বসে থাকে, তাড়া খেয়ে শিকার ক্লান্ত হয়ে নাগালের মধ্যে আসলে তখন নেকড়ের দল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় ভাংগে।

অপরের শিকার ধরার কাজে যদি একটি নেকড়ে বন্য প্রাণী হয়ে এতখানি নিঃস্বার্থপরায়ণতার কাজ করতে পারে, তবে তোমরাতো মানব সন্তান 'কাব' হয়ে দলের অন্য সদস্যদের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে না কেন? দলের সকলের কর্মক্ষমতা একরকম থাকে না। তাই একজন অপরজনের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতেই হবে। কাবদের কাজই অন্যের উপকার করা।

বাঘেরা নাচ (Bagher Dance)

কাব বন্ধুরা, তোমাদের পূর্বেই বলেছি বাঘেরা ছিল বনের কাল চিতা বাঘ বা কেন্দুবাঘ (Panther)। সে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলতে, অদৃশ্যভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বা চটপট যে কোন গাছে চড়তে পারত।

সে খুব সাহসী ও সহিষ্ণু এবং চতুর ও কৌশলী শিকারী ছিল। অবশ্য সে ইচ্ছা করলেই হিংস্র বা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করতে পারে। কিন্তু তবুও সে খুব দয়ালু আর শান্তশিষ্ট থাকতে চেষ্টা করত। শিকার ধরে খাবার যোগাড় করার পদ্ধতি সেই মুগলিকে শিক্ষা দিত।

বাঘেরা নাচ মানেই বাঘের কৌশলী শিকার পদ্ধতি আয়ত্ত করা। এই নাচ করতে গেলে প্রত্যেক কাবকেই নিজেকে এক একটি চিতা বাঘ মনে করতে হবে।

প্রথমেই কাবেরা সকলে মিলে একটি মহাবৃত্ত গঠন করবে এবং সভা শিলাস্থলে একটি রুমাল বা অন্য কোন জিনিস রাখবে। ঠিক এই অবস্থায় অর্থাৎ বৃত্ত ঠিক রেখে কাবেরা মাটিতে শুয়ে গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক যেতে সামনে আগাতে থাকবে। ভাবটা যেন কিছু খুঁজতেছে। হঠাৎ যেন শিকার নজরে পড়েছে, এরূপ ভেবে মেঝের দিকে লক্ষ্য রেখে উপুর হয়ে শুয়ে পড়বে। বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে একটি হরিণ চরে বেড়াচ্ছে একথা মনে রাখবে। এই বার যেন হরিণটা চোখে না পড়ে, তাই চার হাত পায় উঠে অতি সাবধানে তার দিকে ফিরে দাঁড়াবে এবং হরিণটা যাতে তাদের না দেখতে পায়, সেজন্য তার নিকট থেকে সরে যাবার ভান করে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যাবে। তারপর সকলে ধীরে ধীরে বুকে হাঁটতে থাকবে। হরিণের যত কাছে পৌঁছবে ততই আস্তে আস্তে মাটির সংগে মিশে আগাবে এবং অতি নিকটে পৌঁছে সটানে মাটিতে শুয়ে পড়বে। তারপর নেতার সংকেত পাওয়া মাত্র সকলে এক সঙ্গে গর্জন করতে করতে কম্পিত হরিণটার উপর লাফিয়ে পড়বে এবং তাকে যেন টুকরো টুকরো করছে এই ভাব দেখাবে। সে স্থান হতে সকলে লম্ফ জম্ফ করে মহাবৃত্তে ফিরে আসবে এবং হরিণের মাংস হাড় চিবান ভাব দেখিয়ে তর্জন-গর্জন করতে থাকবে। তারপর নেতার আদেশ অনুসারে তিনি যা বলবেন তা করবে। এই নাচ করার সময় প্রত্যেক নেতার সংকেত ও অঙ্গভঙ্গির দিকে দৃষ্টি রেখে চলবে। এই নাচে কাব স্কাউটদের শরীরের ব্যায়াম নিয়মানুবর্তিতা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান গুণগুলো বৃদ্ধি পায়। তাই সকলে নেতার নির্দেশ অনুসরণ করবে। নেতা যে দিকে যেতে বলে, যা করতে বলে, নির্দেশ অনুসারে তা করতে হবে। যখন সরে পড়তে বলবে সে দিক সরে পড়বে। নাচ শেষে সকল কাব মহাবৃত্তে দাঁড়াবে এবং গ্রান্ড ইয়েল দিয়ে নাচ শেষ করে দেবে।

বানরদলের কাহিনী (Bandirlok story)

আমার ছোট কাব বন্ধুরা, বানরদের কথা শোনার আগে তোমাদেরকে আরো দু'একটি কথা বলে রাখতে চাই। কথাগুলো স্মরণ রাখবে। তোমরাতো জানো অনেক সময় মানুষকে বানর বলে বকা দেয়। অনেক সময় তোমাদের শিক্ষকরাও এই বাঁদর ছেলে 'এ ধরনের বকা দিয়ে থাকে। আসলে কি তোমরা বানর। তা তো নও। তবে কেন মানব শিশুকে এ ধরনের বানর বলে বকা দেয়। আসলে মানব শিশু হলে কি হবে তার স্বভাব বানরের মত। বানরের স্বভাব খুব খারাপ। সবসময় দুষ্টমী করা, ক্ষতি করা, ছুটাছুটি করা ইত্যাদি। এ সব করা কি ভাল?

তোমরা যখন স্কুলে যাও তখন তোমাদের নানা ধরনের বন্ধু-বান্ধব জুটে যায়, তাই না? বেশ আরামে কাটতে থাকে এদেরকে নিয়ে, কিন্তু এদের সঙ্গে মিতালী করার আগে ভাল করে যাচাই করে নিবে। তারা তোমার কাছে নবাগত, তাদের হাল-চাল ধরন-ধারণ-কি, স্বভাবই কি রকম, সে তোমার বন্ধু হবার উপযুক্ত কিনা? কখনো এমন ছেলের সঙ্গে মিশবে না, যে স্বভাবে 'বানর প্রকৃতির' হয়ে থাকে। এরা স্বভাব-ই দুষ্ট ও স্বার্থপর হয়ে থাকে। কাজেই এদের ভিতর-বাহির জানতে চেষ্টা করবে। সব সময় এদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে। 'বানরদের কাহিনী' শুনলে তোমরা বুঝতে পারবে।

বানরদের আওতায় যাওয়ার বিপদ

'মুগলির' কথা পড়লে তোমরা এক জায়গায় বানর দলের মধ্যে মুগলির অদ্ভুত বিপদের কথা জানতে পারবে।

এখন তোমাদেরকে সেই কাহিনী বলছি- তোমরা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনবে কাব বন্ধুরা।

এর পূর্বে তোমাদেরকে বলেছি, ঘটনাচক্রে মুগলি নেকড়ে বাঘের হাতে গিয়ে পড়ে এবং নেকড়ে দলে মিশে গিয়ে তাদের সংগে ভাব করে নেয়। নেকড়েরা সকলকেই তাকে খুব আদর যত্ন করত।

কিন্তু চাটুকার শিয়াল (তাবাকী) আর নিষ্কর্মা বাঘ (শেরখাঁ) সর্দার মুগলির পিছনে লেগেই ছিল। কথা ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওরা নেকড়েদের এই বলে বদ পরামর্শ দিতে শুরু করল যে, মুগলিকে দলে

রাখার ভবিষ্যত লাভের বদলে লোকসানই হবে। এ কথা স্পষ্ট বলেছি, সুতরাং সময় থাকতে মুগলিকে কি করবে তার ব্যবস্থা তোমাদের করা দরকার। তাবাকীর কথাগুলো অনেক নেকড়ের বেশ রেখাপাত করল এবং তারাও মুগলির বিরুদ্ধে তাবাকীও মনে শেরখাঁর পক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কথায় বলে না 'দেয়ালেরও কান আছে' তাবাকীর কথাটাও ভাল্লুক 'বালু' ও কালচিতাবাঘ 'বাঘেরার'ও কানে গিয়ে পৌঁছতে বেশি দেরী হলো না। সংবাদ তাদের কানে পৌঁছা মাত্রই উভয়ে মুগলীর জীবন রক্ষার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তারা ভাবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুগলিকে বনের গুরুমন্ত্র শিখাবার একান্ত প্রয়োজন।

এই মন্ত্র জানা থাকলে অন্যান্য সকল বনের পশু পাখিদের মনের কথা বুঝতে পারবে এবং সময় থাকতে সাবধানতা অবলম্বন করতেও পারবে। তাই মুগলিকে 'গুরুমন্ত্র' শিক্ষা দেয়া যেমন জরুরী তেমনি মুগলিরও 'গুরুমন্ত্র' শিখে নেয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বালু মুগলিকে নিয়ে 'গুরুমন্ত্র' শিখাতে লাগল, 'গুরুমন্ত্র' শিখার সময় একাগ্রচিত্যে এক ধ্যানে শিখতে হয়। কিন্তু বালু এই শিক্ষা দিতে গিয়ে এক মহাকাণ্ড ঘটে গেল। পাঠ যখন চলতে ছিল তখন মুগলিকে মনে হলো সে পাঠে অমনোযোগী। বালু মুগলির এ অবস্থা দেখে বেশ রেগে গেল। রাগ হলে সকলেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বালুর বেলাও ঠিক তাই হলো। বালু তার নিজের রাগকে সামলিয়ে নিতে পারল না। সে অসাবধানতাবশত মুগলিকে এক বড় ঘুষি মারল। বালু তাকে আস্তে মারলেও মুগলি কিন্তু বালুর চড় সহ্য করতে পারল না। সে মনের ক্ষোভ ও দুংখে কান্না জুড়ে দিল এবং পরক্ষণে বালুকে না বলে বনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। মুগলি গভীর বনে হাঁটছে তো হাঁটছে। কখনও দৌড়াতে লাগল। বনের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেল। যেতে যেতে সে বানরদলের মধ্যে গিয়ে হাজির হলো। মুগলিকে পেয়ে বানরদল মহাখুশি। কাব বন্ধুরা তোমরা তো জান বানরের কি স্বভাব? জঙ্গলের কোন প্রাণীই এদের সঙ্গে সৎভাব করে না। ওরা এত হীন ও কাপুরুষ যে, গাছ থেকে শক্ত শক্ত বাদাম, নারিকেল, শুনকোন ডালপালা ইত্যাদি আহত বা অসুস্থ প্রাণীদের উপর ছুড়ে মেরে খুব আনন্দ পায়। এ ধরনের আচরণ কি কোন ভাল আচরণ হতে পারে। এ ধরনের আচরণ করে বানররা মোটেই লজ্জিত হয় না। এরা নিজেদের মধ্যে নানা

রকম নিয়ম কানুন তৈরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ভুলে যায়। চিৎকার করে দুই গাছের বড় বড় ফাঁকা লাফিয়ে পার হতে থাকে। কখনও বা মুগলিকে এক হাতে ধরে ঝুলিয়ে অন্য গাছে লাফিয়ে চলতে থাকে। মুগলি তখন বাঁদুর ঝোলার মত ঝুলতে থাকে আর যন্ত্রণায় ছট ফট করতে থাকে। এরূপ বানর দল লাফ ঝাফ করে অনেক দূরে অতিপ্রাচীন এক ভাংগা-কেল্লার দিকে নিয়ে চলল। তাকে নিয়ে শুরু হলো বানরদের হৈ-চৈ, লাফালাফি, কত কি। কেহ তারা মুগলিকে তাদের দলে ভিড়াবার জন্য কেহ গেল মুগলির জন্য ফল-মূল আনতে। মুগলিতো বানরদের এসব কাণ্ড দেখে প্রথমে হাফ ছেড়ে বাঁচল। সে বালুর মারধরের কথা বানরদের বলে দিল। এবার যায় কোথায়-মুগলিকে মারধর করার জন্য বালুকে নানাভাবে বদনাম করতে লাগল, কেহ বা বলতে লাগল বালু-ওতে 'মোটকা হ্যামবুগ'। কেহবা বলতে লাগল ঐ বালু পেটুকটা তোমাকে মেরেছে হায় ভাই-ছোট ভাইটি তুমি আর কখনও তার কাছে যেওনা; আমাদের কাছে থাক ইত্যাদি বলে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মুগলি নেকড়ের গুহায় মানুষ হয়েছে। নেকড়েরদের আইন শৃঙ্খলা শিক্ষা নিয়েছে। নেকড়েতো কখনও বানদের মত হৈ-চৈ করে না। মুগলি বানরদের কাণ্ড দেখে হতবাক হলো। জড়াজড়ি মারামারি, লাফালাফি এসব মুগলির মোটেই ভাল লাগল না। আর মুগলি বনের মধ্যে খুবই শান্ত। বানরদের এসব মোটেই ভাল লাগার কথা নয়। বালুর কাছ থেকে চলে এসে কোন কিছুই তার ভাল লাগছে না। বালুর আদর-সোহাগ, বাঘেরার শিকার ধরে মুগলিকে খাওয়ান এগুলো সে কখনও ভুলতে পারল না। তার মন বালুর কাছে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। মুগলি বানরদের বানর ভাই তোমরা তো আমার জন্য অনেক কিছু করলে।

খাওয়া দাওয়া আরো কত কি? আজ আমাকে বিদায় দাও। অন্য আর একদিন আসব। সেদিন তোমাদের সঙ্গে খেলা করব। এই বলে বানরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বালুর উদ্দেশে রওয়ানা হলো। কাব বন্ধুরা ওদিক কি হলো জান। মুগলিকে বালু দেখতে না পেয়ে সে চিন্তায় পড়ল। মুগলি যদি গুরুমন্ত্র ভালভাবে শিখত তবে এত চিন্তা হতো না। বালু উপায় না দেখে বাঘেরার কাছে হাজির হলো এবং মুগলি তার কাছে আছে কিনা জানতে চাইল। বাঘেরা সব কথা শুনে খুবই চিন্তায় পড়ে গেল। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বালু মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, কেন বা মুগলিকে চড় মারতে গেলাম, বাঘেরা ঘটনার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। পারবে কি করে সেতো এ সবের কিছুই জানে না। এবার বাঘেরা বালুকে বলল, বলতো বালু মুগলির কি হয়েছে। বালু লজ্জিত হলো। সে মাথা নীচু করে ঘটনা বলতে লাগল, - আমিতো তাকে গুরুমন্ত্র শিক্ষা দিতেছিলাম। এ মন্ত্র না শিখলে যে মুগলির বিপদ হতে পারে- তা মুগলি কিছুতেই বুঝতে চায় না। আমি ওর ভালর জন্য রেগে গিয়ে চড় মারলাম আর অমনি ও রাগ করে চলে গেল।

বাঘেরা বলল আমি এখন কি করি? ওর যদি কোন বিপদ হয়, তখন কি হবে- বালু এসব চিন্তা করতে লাগল। বাঘেরা বালুকে বলল, তোমার এত বয়স হলো এটুকু তুমি বুঝতে পারলে না- শিশুরা জেদী হয়। এখন দেখ মুগলির যদি কোন বিপদ হয় তবে কি হবে! এরপর বালু ও বাঘেরা মুগলিকে খোঁজার জন্য বের হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে কি হলো কাব বন্ধুরা, মুগলিতো বানরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসল বালুর কাছে। এসেই কিন্তু বালুর সঙ্গে দেখা করেনি। সে অভিমান করে গাছের উঁচু মগডালে পাতার আড়ালে চুপটি করে বসে রইল। আর দেখতে লাগল বালু ও বাঘেরা তার জন্য কি করে। যখন বালু ও বাঘেরা বনের মধ্যে যেতে শুরু করল তখন মুগলি গাছের মগডাল থেকে নীচে নেমে আসল-এসেই বালুকে বলতে লাগল-কে বলল আমি গুরুমন্ত্র শিখিনি। এই শুন বলছি,-মুগলি এক শ্বাসে গুরুমন্ত্র পাঠ করে চলছে। বালুতো অবাক, বাঘেরাও অবাক হলো। এত ছোট শিশু কি করে এত সহজে গুরুমন্ত্র শিখেছিল। বালু ও বাঘেরা এত খুশি হলো যা বলার মত নয়।

সে বলতে লাগল, বানরেরা খুবই ভাল। তাকে ফলমূল খেতে দিয়েছে, খেলা করেছে তার সঙ্গে, আর কতো কি? এছাড়া বানররা তাকে খুব আদর করেছে। মুগলি বলল, বানরাতো খুব ফূর্তিবাদ, সব সময় খেলাধুলা করে। ওদের খুব ভাল লাগে মুগলির।

বালু মনে মনে প্রমাদ গুনল 'মুখে মিষ্টি মনে গড়ল'। বালু বানরদের আচার-আচরণ ভালভাবেই জানে। সেজন্য মুগলির তাদের সঙ্গে এভাবে পরিচয় হওয়াটা মোটেই শুভ মনে করল না। এবার বালু মুগলিকে ধীরে ধীরে শান্তভাবে বুঝাতে লাগল, আসলে বানরদের সম্পর্কে তার যে ধারণা তা সবই ভুল। বালু এও বলল, বানরদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলে বিপদ হতে পারে। তাই বানরদের সঙ্গে সে যেন সম্পর্ক না রাখে। বালু মুগলিকে এও বলল, নেকড়ে দলের মত বানরদের কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম নেই। অপরের মুখের কথাই আওরাতে থাকে। তারা নিজেদের অনেক চালাক চতুর মনে করে, আসলে তারা এক একটি মূর্খ ও বোকা। তারা এক একটি বড় বড় কাজ করার ভান করে আসলে তারা কোন কাজই করতে পারে না। কাজের মধ্যে চিৎকার, মারামারি, ঝগড়া ইত্যাদি করে দিন কাটিয়ে দেয়। বানরের মত নোংরা ও দুষ্ট প্রাণী বনের মধ্যে আর একটাও আছে কিনা সন্দেহ। তাই এদের কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকাই ভাল।

আসলে কাব বন্ধুরা, তোমরা অনেক সময় দেখবে মানব সন্তান তোমাদের মত ছোট ছোট শিশুরাও অনেক সময় বানরদলের মত চেঁচামেচি, ঝগড়াবিবাদ করতে ভালবাসে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন থাকে। তারা কি বানর দল না? অবশ্যই তাদের স্বভাব চরিত্র এই বানরদের মত। কাব বন্ধুরা, তোমরা কখনও এ সব বানর চরিত্রের বন্ধুর সঙ্গে চলবে না। তাতে তোমাদের বিপদ হলে এরা সব সময় তোমাদের কাছ থেকে ফায়দা লুটবে আর পিছনে তোমাদের গিবৎ বলে বেড়াবে। কাব স্কাউট দলে ভর্তি হলে নেকড়েদের মত সৃশৃঙ্খলা ও নিয়মের মধ্যে থাকবে। বানর চরিত্রের শিশুরা তোমাদের কাছে আসার সুযোগ পাবে না। বাঘেরা বালুর কথা শুনল, তারপর বালুকে বলল, আরে ভাই-ওতো ছোট শিশু। মুগলিকে চড় মারা তোমার উচিৎ হয়নি। আর মারধর করে কি শিশুকে কিছু শেখানো যায়। কোন মতেই এ কাজ করা তোমার ঠিক হয়নি। যতক্ষণ সে বুঝতে না পারে ততক্ষণ তাকে নানাভাবে গল্পের ছলে বুঝানো উচিৎ ছিল।

বানর দল কর্তৃক মুগলির অপহরণ

মুগলির সঙ্গে বানরদের প্রথম দিনের পরিচয়ের পরে বানরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে লাগল কি ভাবে মুগলিকে দলে ভিড়ানো যায়। কাব বন্ধুরা, মুগলি পশুদের মাঝে বড় হলে কি হবে, সে তো মানব সন্তান। আর তার মধ্যে রয়েছে মানুষের রক্ত। মানুষ তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। খোদা মানুষকে দিয়েছে জ্ঞান ও বিবেক পশুদের নয়। তাই মুগলি আস্তে আস্তে গাছের উপর ছোট ছোট ঘর তৈরি করত। সেখানে থাকত। বানর দল দেখল এতো সুন্দর ব্যবস্থা, রোদ বৃষ্টিতে অযথা কষ্ট পেতে হবে না, যদি মুগলিকে আমাদের দলে নিয়ে আসি, সে আমাদের ঘর বাড়ি তৈরির কৌশল শিখাবে। আমরাও আরামে বনে বাস করব। কি মজাই না হবে! দুষ্ট লোকের সঙ্গে একবার মিশলে বারবার সে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার দলে নেয়ার চেষ্টা করবে। বালু যে ভয় করতেছিল সে হলো একবার বানরের দলে মুগলি মিশেছে এখন সুযোগ পেলেই বানরদল তাকে নিয়ে তাদের ফয়দা লুটবে। তাই বানরদল সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। একদিন হয়তো সে সুযোগ তারা পাবে। সে অপেক্ষায় তারা সব সময় মুগলির খোঁজ-খবর রাখতে থাকে। কি করে তাকে তাদের দলে নেয়া যায়। এসবই হলো বানর দলের চিন্তা ভাবনা। মুগলি গাছের উঁচু ডালে ঘর বেঁধে কখন ঘুমায়, কখন সে বিশ্রামের জন্য আসে বানরের দল এসব খোঁজ নিতে থাকে। সুযোগ পেলেই তাকে যাতে দলে নেয়া যায়। মুগলি একদিন একাকী তার বানানো ছোট কুঁড়েঘরে শুয়ে ঘুমাতে ছিল। বানরদল চুপে চুপে গাছ থেকে নীচে নেমে আসল। সঙ্গে ছিল দু'একটা মস্ত বড় বানর। মুগলিকে ঘুমানো অবস্থায় পাজা কোলে করে ইয়া বড় মস্ত এক বানর লাফ দিয়ে গাছে চড়ল। পরক্ষণে আর একটি প্রকাণ্ড বানর তার হাত ধরল। এবার দু'টি বানর দু'হাত ধরে উঁচু মগডালে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল। তারপর কি হলো বন্ধুরা। মুগলিকে এ গাছ থেকে ও গাছে বানরদল লাফিয়ে চলতে লাগল। টানা হেঁচড়া করে গাছের পর গাছ পার হতে লাগল। মুগলি আস্তে আস্তে তার প্রিয় বন্ধুদের নিকট থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। বানরদের টানা হেঁচড়ায় মুগলির শরীর, মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। বানরদল মুগলিকে কাঁধে করে নিয়ে একটি ভাঙ্গা কেল্লার দিকে নিয়ে চলল।

মুগলির বনের ডাক দেয়া

কাব বন্ধুরা তোমরাতো জান মুগলিকে বালু ডাক 'গুরুমন্ত' শিক্ষা দিয়েছেন। মুগলিও ভালভাবে 'গুরুমন্ত' শিক্ষা নিয়েছেন। বনের ডাক বা 'গুরুমন্ত্র' বনের পশু-পাখিরদের শিক্ষা নেয়া খুবই প্রয়োজন। বনের পশুরা যদি কোন বিপদে পড়ে তখন চিৎকার করে অন্য পশুদের সাহায্য কামনা করে। এই ডাককেই বনের ডাক বা 'গুরুমন্ত্র' বলে। মুগলি তো বানরদের মধ্যে পড়ে মহা বিপদে পড়ল। বানররা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিতে লাগল। গাছের ডালে তার মুখমণ্ডল, দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। কি বিপদ না মুগলির! মুগলি এ বিপদে বনের ডাক দিতে লাগল। আর বানরদল তাকে টেনে হেঁড়চে ভাঙ্গা কেল্লার দিকে নিয়েই যেতে লাগল।

বন্ধুরা বনের চীলের রাজা হলো 'র‍্যাম'। চীলের রাজা র‍্যাম এ সময় উঁচু আকাশে আপন মনে বিচরণ করতে থাকে। কখনও বা ঘুরপাক খেয়ে নিচে নেমে আবার উপরে উঠে যায়। মুগলির চিৎকার এবার র‍্যামের কানে গেল। সে ঘুরপাক খেতে খেতে সোঁসোঁ শব্দ করে নিচে নেমে আসে এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল মুগলিকে বানরদল ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং মুগলি সাহায্যের জন্য বনের ডাক ডাকছে। র‍্যামও বানরদলের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলতে থাকে আর দেখতে থাকে মুগলিকে বানরদল কোথায় নিয়ে যায়। র‍্যাম দেখল মুগলিকে ভাঙ্গা কেল্লার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। র‍্যাম বালু ও বাঘেরাকে খবর দিল। তারা ছুটে চললো ভাঙ্গা কেল্লার দিকে। এ দিক চলতে গিয়ে বালুর হলো বিপদ, বালু তার এত বড় শরীর নিয়ে বাঘেরার মত ছুটে চলতে পারছে না। বাঘেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলছে তীব্র গতিতে। পথ চলছে তো চলছেই। ইতিমধ্যে কি হলো বন্ধুরা জান, তোমরা কি কখনও শুনেছ বানরের শত্রু কে? না শুনে থাকলে এবার শুন, অজগর সাপ হলো বানরের শত্রু। একবার অজগর বারনের লেজ পেলে গাছের ডাল থেকে টেনে হেঁচড়ে তার পেটে নিয়ে নেয়। বালু ও বাঘেরা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে। পথে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে দেখা হলো এক বৃদ্ধা 'কা'। কা হলো সেই বনের একটি প্রকাণ্ড 'অজগর সাপ'। অজগর বেচারা কয়েকদিন হলো তার খোলস বদল করেছে। তাই সে পেটভরে খেতেও পারেনি, যার ফলে বালু ও বাঘেরা তাকে শিকার ধরার জন্য তাদের সঙ্গে যাবার প্রস্তাব দিলে তখনি সে রাজি হলো, বানরদের ধরতে যখন তাদের

সঙ্গে যেতে রাজি হলো তখন বালু ও বাঘেরা তাকে বানরদের প্রতি নানা কুৎসা বলে 'কা' কে ক্ষেপিয়ে তুলল? তারা বলল, বানরদল 'তোমাকে একটি হলদে কেঁচো, এটি সামান্য মাটির পোকা বলেছে' এসব বলে বাঘেরা 'কা' কে বানরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল।

'কা' এর মেজাজটা খুবই ঠাণ্ডা ছিল। সহজে তার মেজাজকে কেউ চটাতে পারে না। কিন্তু বাঘেরার মুখে বানরদের এরকম অপমানের কথা শুনে খুবই রাগ হলো। তাই বালু যখন জিজ্ঞাসা করল কিহে 'কা' তুমি - এই শিকারে আসবে না? 'তখন সে ফিসফিস করে বলল হ্যাঁ ভাবছি তো যাব, তারা যখন আমাকে বলেছে হলদে মাটির কেঁচো তখন তাদের একটা শিক্ষা দেয়ার দরকার মনে করছি। বাঘেরা বলল, শুধু কি হলদে পোকা বলেছে,-মাছ, গুবড়ী পোকা ইত্যাদি বলেছে। এসব বলে আরো 'কা' কে ক্ষেপিয়ে দিতে লাগল। এসব শুনে কি 'কা' এর রাগ পুরো মাত্রায় চড়ে গেল। সে আর কালবিলম্ব না করে বালু আর বাঘেরার পিছনে ফিস-ফিস, শব্দে চলতে লাগল।

বাঘেরা অন্য দু'জনের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলতে লাগল। সে বালু ও 'কা'র চেয়ে অনেক দ্রুত। 'র‍্যাম' দেখল বানরদল মুগলিকে নিয়ে ভাঙ্গা কেল্লার দিকে যাচ্ছে। র‍্যাম আর অপেক্ষা না করে উড়ে চলছে বালু আর বাঘেরা যেখানে আছে সেখানে। উদ্দেশ্য মুগলির এই বিপদের সময় তাদেরকে খবর দিতে হয়। তারা ছাড়া মুগলির এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন।

র‍্যামের কাছে মুগলিকে বানরদলের কেল্লায় নিয়ে যাবার খবর পেয়ে তাদের মাথায় রক্ত চেপে গেল। ঝড়ের গতিতে বালু ও বাঘেরা চলতে থাকে, এবার যেখানে মুগলি আটকা পড়ল সেখান থেকে মুগলিকে উদ্ধার করার জন্য বালু, বাঘেরা ও কা' তিন বন্ধু জোর চেষ্টা করতে লাগল। মুগলিকে মুক্ত করতে হলে সেই বিষধর সাপের মধ্য থেকে তাকে নিয়ে আসাটা বালু ও বাঘেরার জন্য কি বিপদ ও কঠোর। এগিয়ে চলল। বানরদের আড্ডা ছিল একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা কেল্লায়। বাঘেরা অন্য দু'জনের আগেই সেই কেল্লায় গিয়ে পৌঁছল। বানরদল সেই কেল্লার ছাদে

অনেক গাছ পালার ডাল জমা করেছে। সেই জায়গাই মুগলিকে নিয়ে বানরদল রাখল। বাঘেরার মাথার রক্ত চড়ে গেছে। চক্ষু দু'টি থেকে রক্ত যেন ফিনকী দিয়ে বের হবার উপক্রম। রাগে সে অগ্রপশ্চাত না ভেবেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভীষণ জোরে আক্রমণ করল। কিন্তু হাজার হাজার বানর তার উপর লাফিয়ে পড়লো। একলা কি করে তাদের সঙ্গে পারবে। বাঘেরা উপায় না দেখে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য একটি কূপে লাফিয়ে পড়ল এবং আত্মরক্ষা করল। ইতোমধ্যে বালু ও কা এসে পৌঁছল সেই ভাঙ্গা কেল্লায়। তখন বালু, বাঘেরা ও 'কা' এর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হলো বানর দলের সাথে। যুদ্ধ চলছে। ইতোমধ্যে বানরদল দেখল মুগলি তাদের হাত ছাড়া হয়। তাই মুগলিকে বানর দল এক ফাঁকে নিয়ে একটি ভাঙ্গা ঘরের ভিতরে ফেলে দিল। সেই ঘরটায় ছিল সাপের সাবা। সাপগুলো ফিস ফিস করে মুগলিকে কামড়াতে লাগল। মুগলি ভয় না পেয়ে বনের ডাক ডাকল, বনের ডাক দিয়ে বলল, আমি তোমাদের বনেরই একজন প্রাণী, তোমাদেরও মত আমার একই রক্ত রয়েছে। আমায় মের না'। সাপেরা তাকে আর কিছু বলল না, মুগলির সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হলো।

মুগলি-উদ্ধার

বালু ও বাঘেরার সঙ্গে যখন বানরদের যুদ্ধ চলছে তখন 'কা' সেই ছাদের উপর এসে পৌঁছল। অজগর কা ছাদে উঠে বানরদের ভিতর ঢুকলো এবং তার সকল শক্তি দিয়ে বানরদের আক্রমণ করল। বানরগুলোকে 'কা' ভীষণভাবে ছোবল দিতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে কা'র হিস-স-স, হিস-স-স আওয়াজে জায়গাটি মুখরিত হয়ে উঠল। 'কা কে দেখে এবং তার শব্দ শুনে বানরেরা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। বানরদল যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। বানর দল অজগর 'কা' এর কি রকম খাদ্য তা তাদের জানা ছিল।

বন্ধুরা তোমরাতো পূর্বেই জেনেছ বানরদল মুগলিকে কেল্লার একটি ভাঙ্গা কক্ষের ভিতর ফেলে দিয়েছে বানরের দল। সেখানে মুগলি বনের ডাক দিয়ে সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিল। দেখলো রাগ করে যদি বনের ডাক 'গুরুমন্ত্র' বালুর কাছে না শিকে নিত তবে কি আর রক্ষা ছিল। নির্ঘাত বিষাক্ত সাপের ছোবলে প্রাণ হারাতে হতো মুগলিকে তাই না। মুগলি যে

কক্ষে আটকা পড়েছিল তার দেয়াল ভাঙ্গা কি সহজ ছিল? মোটেই না। বালু আর বাঘেরার পক্ষেতো সম্ভবই ছিল না। এরপর 'কা' তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করল। হাতুড়ির মত সমস্ত শক্তি দিয়ে 'কা' দেয়ালে ঘা দিয়ে একটি ছিদ্র করল। তারপর সেখান থেকে 'কা' মাথা ঢুকিয়ে ঘাড় দিয়ে ছিদ্রকে বড় করল। মুগলি সেই ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে বাইরে আসল।

এবার 'কা' কি করল মুগলিকে উদ্ধার করে বালু ও বাঘেরার কাছে রেখে তার প্রিয় খাদ্যের জন্য খোলা ছাদের উপর উঠে আসল। আজ তারা কোথায়।

বানরদল এক এক করে তার গ্রাসের মধ্যে আসতে থাকে, কা মনের আনন্দে নাচতে তাকে। সে ভাল করে নিজের শরীরটাকে পাক দিয়ে নাচতে থাকে। সে তার এই অদ্ভুত আশ্চর্যজনক নাচ দিয়ে বনের পশুদের আকৃষ্ট করে। নাচে মুগ্ধ হয়ে পশুরা যখন তার কাছে ছুটে আসে সে তখন টেনে এনে গিলে ফেলে। বানর দল গাছের উপর থেকে-এ নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। গাছ থেকে নেমে যখন বানররা তার কাছে আসে সে তখন মনের আনন্দে ডাক দিতে থাকে। বানরদল সুড় সুড় করে তার কাছে আসতে লাগল। এ সময় 'কা'র কাছে এসে বানররা থর থর করে কাঁপতে থাকে। আরকি। 'কা' তখন পেট ভরে আহার করাল, পরে আস্তে আস্তে তিন বন্ধু মুগলিকে নিয়ে তাদের নিজ আস্তানায় ফিরে গেল। এ হলো বানরের পাল্লায় পড়ে মুগলির বিপদের কথা। কাব বন্ধুরা তোমাদের এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার। দুষ্ট বালকদের সঙ্গে একবার মিশে গেলে তাদের হাত থেকে কি সহজে রক্ষা পাওয়া যায়। মুগলিকে বানরদের হাত থেকে উদ্ধার করতে বালু, বাঘেরা ও 'কা' এই তিনজনের কতনা যুদ্ধ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তোমরা তো ছেলে ধরার কথা যান। তোমাদেরকে ওই সব ছেলেধরা দুষ্ট প্রকৃতির লোক অনেকভাবে ভুলিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কখনও দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। তাহলে মুগলির মত তোমাদেরও বিপদ হবে। আর কখনও নিজেদের খেয়ালে কোন কিছু করতে যাবে না। দেখলে না রাগ করে মুগলি যখন বানর দলে চলে গেল বানরদল তখন থেকে তার পিছনে লেগে শেষ পর্যন্ত তাকে ভীষণ বিপদে ফেলল। মুগলি

উদ্ধারের গল্প সব সময় তোমাদের স্মরণ করতে হবে। জীবনকে গড়তে হলে শিক্ষক-মা-বাবা যা শিক্ষা দেয় তা অব্যশই মনোযোগ দিয়ে শিখবে।

মুগলি বালু, বাঘেরা আইন ও শিকার ধরা কৌশল শিক্ষা দিয়েছে। দলসভায় যোগদান করেছে। সর্বশেষ তাকে গুরুমন্ত্র অর্থাৎ বনের ডাক শিক্ষা দিয়েছে। এই গুরুমন্ত্রই হলো 'শপথ বাক্য'। এ শিক্ষা গ্রহণ না করলে যেমন মুগলি সব কিছু শিখেও নিজের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার পরেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল না, তেমনি তোমরাও যদি কাব স্কাউটিংয়ের সকল শিক্ষা গ্রহণ করে শপথ না নাও তবে স্কাউট হতে পারবে না। তাই কাব স্কাউট হিসেবে তোমার দুটি আইন ও প্রতিজ্ঞাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে। তবেই তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে।

এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন নিয়ে। কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা কতিপয় উত্তম শব্দ সমষ্টিতে লিপিবদ্ধ বাক্য নয় অথবা মুখস্থ করে কাব লিডারকে শুনিয়ে পরীক্ষায় পাস করার বিষয় নয়।

প্রতিজ্ঞা হলো একে হৃদয়ে ধারণ করে তা গ্রহণ ও অনুসরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পবিত্র অঙ্গীকার। এর প্রতিটি বাক্য যেমন অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে হবে তেমনি তার মর্ম অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হয়। কাব স্কাউটরা স্বেচ্ছায় নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সেহেতু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার নিজেরই পবিত্র দায়িত্ব। কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, অপরকে সাহায্য করা, কাব স্কাউট আইন মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়। মুগলির গল্পে আর একটি দিক রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো, বনের ডাক বা গুরুমন্ত্র। এই গুরুমন্ত্র কি? এ সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে। গুরুমন্ত্র হলো আসল শিক্ষা। মুগলিকে বালু যদি গুরুমন্ত্র না শিখাত তা হলে বন্য পশুদের মধ্যে মুগলির জীবন কোনভাবেই রক্ষা করতে পারত না। 'গুরুমন্ত্র' বা বনের ডাক জানত বলেই মুগলির বিপদের সময় 'র‍্যাম' বালু- বাঘেরাকে বিপদের সংবাদ দিতে পেরেছে। বনের শিক্ষা ছিল বলেই বানরদল যখন বিষাক্ত সাপের মধ্যে ফেলে দিল তখন তাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে পেরেছিল মুগলি, তার জীবন রক্ষা পেয়েছিল। এখন 'প্রশ্ন' আসে গুরুমন্ত্র বা বনের ডাক কি?

কাবিং-এর মূল ভিত্তি কি? তা জানতে পারলেই এই বনের ডাকের মমার্থ জানতে পারবে। কাব বন্ধুরা তোমরাও বড় হলে জানতে পারবে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষার জন্য মানুষকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সফলকাম ব্যক্তিত্বের সাহায্য নিতে হয়। রাজনৈতিক নেতাদেরও শপথ নিতে হয়, দেশের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য, এ শপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। কাব স্কাউট হিসেবে তোমাদেরকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর দীক্ষা গ্রহণের সময় আকেলা তোমাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান। তার পূর্বে আকেলা তোমাদেরকে কাবিং-এর আইন ও কলাকৌশল শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তোমাদের তিনি শপথবাক্য পাঠ করান অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করান।

সুপ্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুরা, তোমরা মুগলির জীবনকাহিনী সম্পর্কে জানলেতো! মুগলির জীবনের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর বিচিত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার কথা এ কাহিনী থেকে জানতে পারলে। এখানে তোমাদের অনেক কিছু শিক্ষার আছে। বন্য প্রাণীদের মধ্যে সুচতুর সু-শৃঙ্খলা নেকড়েদের আচার-আচরণ, শৃঙ্খলাবোধ, শিকার ধরার পদ্ধতি, নেতৃত্বে যে গুণাবলী তা কাব স্কাউট হিসেবে অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয়। অন্যদিকে বালু, বাঘেরা ও কা'-এর চরিত্রও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাদের সাহায্যেই মুগলির বনের শিক্ষা লাভ, শিকার ধরার কৌশল, সর্বশেষ বিপদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বন্য পশুদের মধ্যে এ সমস্ত গুণ থাকতে পারলে মানব সন্তান হয়ে তোমাদের মধ্যেও এসব উত্তম গুণগুলো থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে তাবাকীর মত খারাপ চরিত্র, বানরের মত দুষ্ট চরিত্র এবং শেরখাঁর মত হীন চরিত্র এই কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজে তোমাদের বন্ধুদের মাঝেও এ ধরনের চরিত্রের বালকদের দেখতে পাবে। তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে দূরে থাকতে হবে, একথা তোমরা মুগলির গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারলে।

একটি কাব স্কাউট দলে ভর্তি হবার পর সবসময় তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে, এই গল্পের উলফ কাবদের নিয়ম শৃঙ্খলাবোধের কথা। তাদের নেতা আকেলার কথা। আকেলাকে পশুরা কিভাবে মান্য করে যেভাবে তোমাদের কাব লিডারদের নির্দেশ মান্য করে সকল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নেতার আদেশ সবসময় মেনে চলতে হবে, এ শিক্ষাই মুগলির গল্পে রয়েছে।

ক্ষুধার সময় 'কার' নাচ

কাব বন্ধুরা তোমাদের তো বলেছি অজগর সাপ 'কা' ক্ষুধার সময় কি করে নাচে এবং নাচে আকৃষ্ট করে বনের অন্য পশুদের তার কাছে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে পশুদের শিকার করে ভক্ষণ করে। এবার সে নাচই তোমাদের কাবদলের করতে হবে। কি আনন্দ না? প্রথমে তোমাদের সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা 'কা' হবে। অর্থাৎ অজগর সাপের মাথা হবে আর অন্য সব কাব স্কাউট সদস্য একজনের পিছনে আর একজন কাব ধরে লম্বা লাইন করে দাঁড়াবে। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা সে 'কা' এর মাথা হবে তার ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে দুটি আঙ্গুল ফাঁক করে সাপের জিভের মত করে দাঁড়াবে। চলতে থাকবেন সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাও এঁকে বেঁকে হেলে দুলে বাংলা ৪-এর মত (সাপ যেমন পেঁচিয়ে চলে) তেমনি চলতে থাকবে। কিন্তু চলার সময় পায়ের কোন শব্দ যেন না হয়। খানিক্ষণ স্থির থাকবে আবার চলবে। সকলে 'বাদর লোগ' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে এবং বানরের অনুকরণ করতে চেষ্টা করবে। কেহ ব্যস্তভাবে হাঁটতে আরম্ভ করবে, হঠাৎ এক জায়গায় বসে পড়বে এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কি যে ভাবতে থাকবে। কেউ নিজের লেজ আছে মনে করে ধরতে চেষ্টা করবে। কেউবা তার মাথার উকুন বাছতে আরম্ভ করে দেবে। কেউ বা গাছে চড়ার ভান করতে থাকবে, কেউবা ডিগবাজি খেতে থাকবে, কেহ খামচা খামছি ইত্যাদি করতে থাকবে (বানর দল যে ভাবে এক জায়গায় হলে করে) সেরূপ অভিনয় করতে থাকবে। সঙ্গে মুখে বানরের মত কিচির মিচির আওয়াজ করবে।

কিছুক্ষণ পর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা এক পা ফাঁক করে দাঁড়াবে 'কা' বলে ডাক দেবে। 'কা' এর আওয়াজ শুনে কাব স্কাউটরা স্থির হয়ে যাবে একং তাকাতে থাকবে। সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা 'কা' তার মুখের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে কায়ের মত করে নাড়তে থাকবে এবং সাপের মত 'কা'-এর মুখ থেকে কেউ ফিরে যেতে পারবে না। একবার 'কা' এর সামনে বানর পড়লে কখনও ফিরে যেতে পারে না। 'কা' অজগরের পেটেই তাদের যেতে হয়। এখন তোমাদের মধ্যে একজন হবে 'বাঘেরা' যে, পূর্বে উল্লেখিত কথাগুলো দ্বারা যেমন 'কা' তোমাকে বানর হলুদ মাটির কেঁচো বলতে থাকবে। এ সব বলে 'কা'কে বানরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে

তুলবে। তারপর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা তার দুহাত ও ঘাড় সামনের দিকে নীচে হেলিয়ে ও কোমর দুলিয়ে সামনে চলতে থাকবে। তার পিছনে অন্য সব কাব স্কাউট কোমর ভেঙ্গে হিস-হিস, স-স আওয়াজ করে চলতে থাকবে।

এই ভাবে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার তালে তালে পা ফেলে এক সঙ্গে হেলে দুলে পিছনে পিছনে একটু ভাবতো। এ কাজটি 'কা' তাদে সঙ্গে না গেলে মোটেই সম্ভব ছিল না। এই অসম্ভব কাজটি সম্ভব হয়েছিল 'কা' কে দিয়েই। ফিস-ফিস স-স আওয়াজ করতে থাকবে।

সকল কাব স্কাউট কাকে দেখে ভয় পাবে। সকলে পালাবার চেষ্টা করবে এ রূপ ভাব দেখাবে, কিন্তু পালাতে পারবে না-এক একজন করে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা অর্থাৎ কা'-এর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে গিয়ে আবার পিছনে আগের মত ধরাধরি করে এক লাইনে দাঁড়াবে। তারপর সকলে দাঁড়ান শেষ হলে সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা এঁকে বেঁকে চলতে আরম্ভ করবে, সঙ্গে সকল কাব স্কাউটও চলতে থাকবে। এবার স্কুর মত ঘুরে ঘুরে ছোট কুণ্ডলীর মত হয়ে সাপের মাথা মধ্যে রেখে সকলে মাটিতে এক সঙ্গে বসে পড়বে। এক অর্থ 'কা' অজগর সাপে খাবার পরে বিশ্রাম করছে। তারপর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা 'প্যাক' বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে বৃত্ত করবে। ইউনিট লিডার গ্রান্ড ইয়েল দিতে বলবেন, সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা গ্রান্ড ইয়েল দেবেন। গ্রান্ড ইয়েলের দিয়ে খেলা শেষ হবে।

'শের খাঁর মৃত্যু নাচ'

কাব বন্ধুরা, 'মুগলির কথা' বই যদি তোমরা পড় দেখবে সেখানে মুগলির বন্য জীবন শেষে পরবর্তী জীবনে লোকালয়ে ফিরে গিয়েছিল এবং তারপর নেকড়ে দলের সাহায্যে 'শের খাঁকে' মেরে ফেলেছিল। কেননা, ' শের খাঁ-তাকে চুরি করে খেতে চেয়েছিল। নেকড়েদের মধ্যে যখন 'মুগলি বাস করতে ছিল তখন তাবাকী ও শের খাঁ তাকে মেরে খাবার জন্য কত না চেষ্টা করেছে। মুগলির চির শত্রু হলো 'শের খাঁ'। সেই শের খাঁকে মুগলি পরবর্তীতে মেরে ফেলে এবং তার ছাল খুলে নাচের মাধ্যমে আনন্দ করে। সেই আনন্দ 'শের খাঁর' মৃত্যু নাচ। এই নাচটি মুগলির বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আকেলা যখন মহাবৃত্তে দাঁড়াতে বলবে, তখন সকলে মহাবৃত্তে দাঁড়াবে এবং সংকেত মাত্র ডান দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। তারপর লিডারকে অনুসরণ করে বাম পা ও বাম হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতে তীর মোজনা করার মত ভান করে বীর দর্পে জোর গলায় এক সঙ্গে টেনে টেনে সুর করে বলবে, 'মুগলি শিকারে' বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা সামনে নিয়ে মিলাবে। (কিন্তু বা পিছন আনবে না।) এবং দুহাত নিচে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ দু'বার করবে।

তারপর আবার-

দ্বিতীয় অবস্থায় ঃ 'মারলো শেরে খাঁরে- ২ বার

তৃতীয় অবস্থায় ঃ ছালতার তুলে- ২ বার

চতুর্থ অবস্থায় ঃ রা-রা-রা- ১ বার

এভাবে তালে তালে গান গেয়ে ঘুরতে থাববে।

তারপর নাচ শেষ করবে।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন-এর বিশ্লেষণ করলে তোমরা তা বুঝতে পারবে কাব স্কাউট জীবনে কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা কত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে

প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে

কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে, আমি আমার যথা সাধ্য চেষ্টা করব।

(আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস আল্লাহ্/সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

কাব স্কাউট আইন

১। বড়দের কথা মেনে চলা,

২। নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা,

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞায় ইতিপূর্বে অন্য পর্বে আলোচিত হয়েছে, এখন তার বিশ্লেষণ করছি ঃ

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন

স্কাউটিং কেবলমাত্র আস্তিকের জন্য। যারা আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউটিং করতে পারে। আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেননি, মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন গাছপালা, ফলমূল-পশুপাখি, পাহাড়-পর্বত, পানি-বায়ু আসমান-জমিন সবকিছু। জমিতে ফসল আর মাটির নীচে পানি আর জমিন সম্পদ দিয়েছেন, এর সবই মানুষের ভোগের জন্য। মানুষ কেবলমাত্র তার বুদ্ধিবলে সে সব আহরণ করছে আর ভোগ করছে। নানান উদ্ভিত; লতা-গুল্ম, বৃক্ষরাজীর মধ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন মজিদ এর সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। 'মানুষের প্রতি স্রষ্টার এই উদারতা মানুষ কি করে অস্বীকার করবে'। তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞার নিজ ধর্ম বিশ্বাসমতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালনের কথা রয়েছে।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন

পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেশের ভালোবাসা, নিজের জাতির জন্য মঙ্গলজনক কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অংশ হিসেবে বলা হয়েছে।

দেশ ও রাষ্ট্র তার নাগরিকের খুব শান্তিতে বসবাস, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থান, উপার্জন ও নিরাপত্তাসহ সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর সেজন্যই দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য কাজ করা, দেশের মঙ্গল হয় এমন চিন্তা করা, দেশের আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। দেশ প্রেম, দেশকে ভালোবাসা, দেশের জন্য নিজের জীবনকে উৎস্বর্গ করা-এ সবই উন্নত নাগরিক চেতনাকে সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সেজন্য দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের উপর প্রতিজ্ঞার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

অপরকে সাহায্য করা

মনীষীদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁরা সকলেই অপরের সাহায্যের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

'আপনার লয়ে বিব্রহ রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তবে।'

সামান্য হলেও কিছু করতে পারার যে তৃপ্তি তা অন্য কোন কাজে পাওয়া যায় না। সর্বকালে সর্বযুগে মহান ব্যক্তিগণ অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে মানব জীবনের অপার প্রশান্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। স্কাউটদের প্রতিষ্ঠাতা বি-পিও একই কথা বলে গেছেন। 'সুখী হবার একমাত্র পথ অপরকে সুখী করা' অর্থাৎ অপরকে সাহায্য করা।

তাই কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞায় প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করার কথা আছে।

কাব স্কাউট আইনকে সব সময় মেনে চলতে হবে। কাবদের এই আইন দুটি মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

কাব স্কাউট মটো

'যথাসাধ্য চেষ্টা করা' (Do your Best) কাব স্কাউটরা হয়েছে শিশু। তারা কোন কাজ স্কাউট ও রোভারদের মত করতে সক্ষম হবে না। তাই কোন কাজ দিলে প্রথমে ছোট ছোট কাজ করে অভ্যাস করতে হবে। পরে অভ্যাস হলে যে কোন কাজ করার মত মানসিকতা গড়ে উঠবে।

Scouts Library

বরিশালের চাখার ইউনিয়নের বড় চাউলাকাঠী গ্রামে কবি সরদার সেকেন্দার ১৯৪৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি চাখার ফজলুল হক ইনস্টিটিউশন থেকে এস,এস,সি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে স্নাতক এবং মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজ থেকে বিপিএড সম্পন্ন করেন। লেখালেখির কাজে তাঁর পদচারণা ছাত্র জীবন থেকে। তিনি কবিতা, গান, গল্প ও নিবন্ধ লেখেন। দেশে বিদেশে তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়। মূলতঃ তিনি একজন কবি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের গীতিকার। তাঁর লেখা অনেক গান টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। বেতার ও টেলিভিশনে সুধীজন হিসেবে তিনি অনুষ্ঠান করে আসছেন । তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা ।

প্রকাশক